অগ্রদূত প্রকাশনার ৬০ বছর

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত
AGRADOOT

৬০ বর্ষ, ১২তম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৩, ডিসেম্বর ২০১৬

এ সংখ্যায়

- বিজয়ের ৪৫ বছর
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা হবে -শিক্ষামন্ত্রী
- পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প
- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ
- বি পি'র আত্মকথা
- তথ্য-প্রযুক্তি
- স্বদেশ-বিবৃতি
- জানা অজানা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

100 Years of Cubbing 1916-2016

Bangladesh Scouts

DESCO
POWER IS YOURS

DHAKA ELECTRIC SUPPLY COMPANY LIMITED (DESCO)

উন্নততর গ্রাহক সেবা প্রদানে ডেসকো অঙ্গিকারাবদ্ধ

- One Point Service এর মাধ্যমে ডেসকো'র সেবা গ্রহণ করুন।
- বিদ্যুৎ বিল সহজতর ও ঝামেলামুক্ত করতে SMS এর মাধ্যমে ডেসকো'র বিল পরিশোধ করুন।
- e-mail অথবা Website এর মাধ্যমে ডেসকো'র নিয়ন্ত্রণাধীন আপনার এলাকার লোড শেডিং এর খবর জেনে নিন।
- গ্রাহক হয়রানী সম্পর্কে অভিযোগ থাকলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করুন।
- আপনার এলাকায় অনুষ্ঠিত গ্রাহক শুনানীতে অংশগ্রহণ করে আপনার সমস্যা ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিদ্যুৎ স্থাপনা আমাদের জাতীয় সম্পদ; দেশের নাগরিক হিসেবে এগুলো রক্ষা করুন।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চুরি প্রতিরোধ করুন: বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- লোড শেডিং কমাতে রাত ৮টার মধ্যে শপিং মল/দোকানপাটসহ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখুন।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন; এসি'র তাপমাত্রা ২৫° সে. বা তার উপর রাখুন।
- দোকান, শপিং মল, বাসা-বাড়ীতে অপ্রয়োজনীয় আলোকসজ্জা পরিহার করুন।
- কক্ষ/কর্মস্থল ত্যাগের পূর্বে বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করুন।
- দিনের বেলায় জানালার পর্দা সরিয়ে রাখুন, সূর্যের আলো ব্যবহার করুন।
- এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন অপেক্ষা এক ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় অনেক লাভবান।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন; অন্যকে ব্যবহারের সুযোগ দিন।

বিদ্যুৎ খরচ কম হলে - আপনার লাভ তথা দেশের লাভ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT

৬০ বর্ষ ▪ ১২তম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২৩
ডিসেম্বর ২০১৬

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোঃ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান
মোঃ মাহফুজুর রহমান
আখতারুজ জামান খান কবির
মোহাম্মদ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
সুরাইয়া বেগম, এনডিসি
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
মোঃ আবদুল হক

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্যঃ বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
probangladeshscouts@gmail.com
bsagrodoot@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির বিজয় ও গৌরবের মাস ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এ মাসের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে পৃথিবীর বুঁকে মানচিত্রে উদিত হয়। পাক হানাদারদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করে- অর্জিত হয় স্বাধীনতা। এ দিনেই শুরু হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পথ চলা। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মদানকারী লক্ষ লক্ষ শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের অমর স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জানাই শত শত কোটি অভিনন্দন।

এই বিজয়ের চেতনায় উদ্দীপ্ত বাংলাদেশীরা ডিসেম্বর মাসকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদযাপন করে। ১৬ ডিসেম্বর দিবসটিতে দেশের বিভিন্ন স্থানে আনুষ্ঠানিকভাবে আপামর জনগণের সাথে স্কাউট সদস্যরাও যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে দিবসটি উদযাপন করে থাকে এবং সেই সাথে বাঙালি জাতির বিপ্লবী অবিসংবাদিত অকুতোভয় নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করে কৃতজ্ঞচিত্রে।

আমরা বাঙালির এই স্বপ্নের সোনার বাংলা 'বাংলাদেশ' অর্জনে জাতির পিতার অনবদ্য অবদানের জন্য জানাই সশ্রদ্ধ সালাম ও চির কৃতজ্ঞতা।

বি.পি'র বাণী

সুখ লাভের প্রকৃত পন্থা হল অপরকে সুখী করা। দুনিয়াকে যেমন পেয়েছ তার চেয়ে একটু শ্রেষ্ঠতর রেখে যেতে চেষ্টা কর। তোমার মৃত্যুর পালা যখন আসবে তখন তুমি সানন্দে এই অনুভূতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে যে, তুমি অন্ততঃ তোমার জীবন নষ্ট করনি এবং সাধ্যমত তা সদ্ব্যবহার করেছ। এভাবে সুখে মরতে প্রস্তুত থাক। বাল্যকাল চলে গেলেও তোমার স্কাউট শপথ আঁকড়ে থাক। স্রষ্টা এ কাজে তোমার সহায় হোন।

তোমাদের বন্ধু,
ব্যাডেন পাওয়েল

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

বিজয়ের ৪৫ বছর	০৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা হবে –শিক্ষামন্ত্রী	০৪
পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬	০৫
দুর্যোগকালীন করণীয় ও দ্রুত সাড়াদান বিষয়ক কোর্স সম্পন্ন	০৭
ডিজিটাল ফটোগ্রাফী বিষয়ক বেসিক কোর্স	০৮
ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস : সেবাদান কার্যক্রমের ২০ বছর	০৯
বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট সমাবেশ	১০
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ	১১
আত্মকথা– লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল	১৩
স্বদেশ-বিবৃতি	১৫
জানা অজানা	১৬
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
চিত্র-বিচিত্র	২৫
ছড়া-কবিতা	২৬
তথ্য-প্রযুক্তি	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
স্বাস্থ্য-কথা	২৯
ভ্রমণ কাহিনী	৩০
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩১
তথ্য-বিচিত্র	৩২
স্কাউট সংবাদ	৩৩
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

বিজয়ের ৪৫ বছর

ষোল ডিসেম্বর- বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস। এই দিনে নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ শেষে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করেছিল পাক হানাদার বাহিনী। বাঙালির ইতিহাসে, বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে বাঙালিরা বিজয় অর্জন করে। বিজয় দিবসের এই দিনটি বাঙালি জাতিসত্তার আত্মমর্যাদা, বীরত্ব এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক। ১৯৭১ থেকে এক একটি করে অতিবাহিত হলো বিজয়ের ৪৫টি বছর!

প্রায় দুইশত বছর শোষণের পর ১৯৪৭ সালে তীব্র আন্দোলনের মুখে ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশের দখলদারিত্ব ছাড়তে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর হিন্দু ও মুসলমান এই দুই ধর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত এই দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। মুসলমান অধ্যুষিত পাকিস্তান রাষ্ট্রটি মূলত দু'টি আলাদা ভূ-খন্ডে বিভক্ত ছিল। একটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান এবং অন্যটি আমাদের বাংলাদেশ-তৎকালীন সময়ে যার নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দেশ হওয়া সত্ত্বেও শুরু থেকেই সমগ্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী। রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম, অফিস, আদালত সবকিছু পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোনো ক্ষেত্রেই স্বাধীনতা দেয়নি। ফলে সঙ্গত কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা জাগে।

১৯৫২ সালে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে বাঙালির মনে স্বাধীনতার প্রবল ইচ্ছা তীব্রতর হয়। মূলত ৫২-র এই ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটে। ৬২ এর শিক্ষা-আন্দোলন, ৬৬ এর ছয় দফা এবং ৬৯ এর গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত সুদৃঢ় হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে বাঙালিরা আকাঙ্খার রূপদানের স্বপ্ন দেখলেও পাকিস্তানি স্বৈরশাসকের শোষণের কারণে তা অবাস্তবই থেকে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার নির্বাচিত সরকারের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা না দিয়ে বরং দমন-পীড়নের পথ বেছে নেয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার ডাক দেন।

২৫ মার্চ রাতেই মেজর জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন শহরে ঘুমন্ত নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর হামলা চালায়। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস প্রভৃতি স্থানে পাকসেনারা নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়। এরপর ২৬ মার্চ চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, শিল্পী-সাহিত্যিক, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। অবশেষে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বরে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। যার জন্য আপামর জনসাধারণ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করেছিল। ঐ দিন রেসকোর্স ময়দানে পাকসেনারা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। সূচিত হয় বাংলাদেশের মহান বিজয়। জন্ম হয় একটি স্বাধীন দেশের। যার নাম 'বাংলাদেশ'।

প্রতি বছর ১৫ ডিসেম্বর রাত ১২.০১ মিনিট থেকে বাঙালির বিজয়োৎসব শুরু হয়। ১৬ ডিসেম্বর ভোরে স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গকারী লাখো শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সর্বস্তরের জনগণ সাভারে অবস্থিত জাতীয় স্মৃতিসৌধে মিলিত হয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। এ দিনে সরকারি ছুটি পালিত হয়। জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলাদেশের সকল সামরিক ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর অংশগ্রহণে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীসহ অসংখ্য মানুষ এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সারাদেশের সমস্ত স্কুল-কলেজ, ঘর-বাড়ি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও যানবাহনে লাল-সবুজ পতাকা দেখা যায়। দিনব্যাপী রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়। সারাদেশের সকল মসজিদ-মন্দির-গীর্জা-প্যাগোডায় মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও প্রার্থনা করা হয়।

বিজয়ের অনুভূতি সবসময়ই আনন্দের। তবে একই সঙ্গে দিনটি বেদনারও। অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের ফসল আমাদের স্বাধীনতা। প্রতি বছর এ দিবসটি আমাদের মাঝে ঘুরে ফিরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন উৎসর্গকারী লাখো শহীদের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। আমরা গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের; যে সকল নারী ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের। এই দিনে আমরা স্মরণ করব ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন, তাঁদেরও। কেবল বিজয় দিবসের একটি দিনেই নয়, বরং বিজয়ের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রত্যেক বাঙালির উচিত সারাবছরই দেশ-জাতি, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের পক্ষে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে কাজ করে যাওয়া। বিজয় দিবসের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারে জাতীয়ভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির এক চেতনার নাম। আর বিজয় দিবস সেই চেতনাকে ছড়িয়ে দিয়েছে কোটি বাঙালির প্রাণে। '৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে অন্যায়, অবিচার, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হয়। প্রতিবছর বিজয় দিবস আমাদের মনে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার প্রেরণা দিয়ে যায়। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শিক্ষা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে সব সমস্যা মোকাবেলায় সচেষ্ট হলে আমাদের অগ্রগতি ঘটবে দ্রুত। বিভেদ ভুলে আমরা সে পথেই অগ্রসর হব- এই হোক আমাদের বিজয় দিবসের অঙ্গীকার।

■ লেখক: স্কাউটার ফরহাদ হোসেন
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা হবে
– শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোভার স্কাউট গ্রুপের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী আরো বলেন, রোভার স্কাউটিংয়ে সম্পৃক্ত হয়ে একজন শিক্ষার্থী চারিত্রিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে এগিয়ে যায়। যে কোন দুর্গম এলাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে তারা কাজ করে থাকে। তারা দেশের জন্য কাজ করে ও কল্যাণ বয়ে আনে। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং বাধ্যতামূলক করা হবে, যেন এর প্রসার বাড়ে। সারা দেশে কমবেশী স্কাউটের প্রসারতা আছে। তিনি বলেন, বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে তা দিয়ে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন দরকার। বিশ্বমানের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে উন্নত একটি শিক্ষা পদ্ধতি প্রণয়ন করা জরুরী। তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার হিসেবে প্রস্তুত করতে কাজ করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস মো. আবুল কালাম আজাদ এবং প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ড. মো. মোজাম্মেল হক খান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোভার স্কাউট গ্রুপের ১৯৬৬ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত যারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, অনুষ্ঠানে তাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেয়া হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক রোভার স্কাউট ইউনিট হিসেবে ষাটের দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হলেও ১৯৬৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্কাউটিং কার্যক্রম শুরু হয়। শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করা এই গ্রুপ আজ অর্জনের আলোয় উদ্ভাসিত। ইতোমধ্যে ২১জন রোভার স্কাউট স্কাউটিংয়ের সর্বোচ্চ পদক রাষ্ট্রপতি রোভার স্কাউট পদক লাভ করেন। এ পর্যন্ত কয়েক হাজার রোভার স্কাউট স্কাউটিংয়ের মূলমন্ত্র 'সেবা'-এর দীক্ষা নিয়ে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিগত ৫০ বছর যাবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাহিরে যে সমাজসেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করে আসছে তা দেশে ও বিদেশে বহুল প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবার গ্রুপের ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানটি ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ উদ্‌যাপিত হলো। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে শুরু হয় দিনব্যাপী কার্যক্রমের। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। উদ্বোধনী পর্ব শেষে শুরু হয় স্মৃতিচারণ পর্ব। প্রবীন স্কাউটারদের কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয় অর্জন, প্রত্যাশা, প্রাপ্তি ও হাসি-আনন্দের গল্প। মিলনায়তনের বহিরাঙ্গনে ছিলো প্রদর্শনী। অনেক পুরোনো স্কার্ফ, ওয়াগল, ব্যাজ, অ্যাপুলেট, আলোকচিত্র, স্মারক ক্রেস্ট, দেয়ালিকা, প্রকাশনার এই দুর্লভ সংগ্রহ ছিলো দেখার মতো। টিএসসির সবুজ প্রাঙ্গনের একদিকে ছিলো তাঁবু প্রদর্শনী। তাঁবু মনে করিয়ে দিলো তাঁবুবাসের স্মৃতি। স্কাউটিং ও তাঁবুকে আলাদা করা যায় না। সূর্য যখন তার শক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলো তখন টিএসসির সবুজ প্রাঙ্গনে চলছিলো নবীন ও প্রবীণদের আড্ডা। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দ ও কথোপকথনের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠলো টিএসসি প্রাঙ্গন। এক ফাঁকে কথা হলো গ্রুপের সম্পাদক ও প্রধান রোভার স্কাউট নেতা অধ্যাপক ড. এ কিউ এম মাহবুবের সঙ্গে। তিনি বলেন যে দেশের স্কাউটিং আন্দোলনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভারবৃন্দ প্রতিনিয়ত তাদের মেধা ও সেবা দিয়ে দেশের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। এ গ্রুপটি তৈরি করেছে একদল দক্ষ ও সৃজনশীল মানব সম্পদ, যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। সূর্য যখন অস্তাচলে তখন শুরু হলো তাঁবু জলসা। বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক পরিবেশনা মুগ্ধ করে সবাইকে। অনেক রাত হয়ে গেল কিন্তু গল্প-আড্ডা-গান-স্মৃতিচারণ যেন শেষ হচ্ছে না। এযেন তারুণ্যের জয়যাত্রা। এ যাত্রা কখনও থামার নয়। শেষবেলা সবার মনে হলো ব্যাডেন পাওয়েলের শেষ বাণী। 'পৃথিবীকে যেমনটি পেয়েছো তার চেয়ে একটু শ্রেষ্ঠতর রেখে যেতে চেষ্ঠা করো। তোমার মৃত্যুর পালা যখন আসবে তখন তুমি সানন্দে এ অনুভূতি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারবে যে, তুমি অন্তত তোমার জীবন নষ্ট করোনি বরং সাধ্যমতো তার সদ্ব্যবহার করেছো'। স্কাউটরা এ অমোঘ বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে এগিয়ে যাচ্ছে উৎকর্ষের পথে।

■ প্রতিবেদক: মো. আল-আমিন
প্রাক্তন সিনিয়র রোভার মেট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রোভার স্কাউট গ্রুপ

ছবিতে মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের নেতৃবৃন্দ ও সুধিজন

পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬

'অদম্য বাংলাদেশ' এই থিমকে সামনে রেখে সফলভাবে বাস্তবায়িত হলো- পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬। স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও সচেতন করে গড়ে তোলা এবং তাদের মাধ্যমে সমাজের অন্যান্য স্তরের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই ক্যাম্প বাস্তবায়ন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় বাস্তবায়িত এই ক্যাম্পটি রোভার স্কাউটদের জন্য সকল জেলা সদরে ২০-২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ এবং স্কাউটদের জন্য সকল উপজেলা সদরে ২০-২৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যুৎ ক্যাম্পসমূহ 'পিএল কোর্স' আকারে এবং জেলা সদরের বিদ্যুৎ ক্যাম্পসমূহ 'রোভার মেট কোর্স' আকারে বাস্তবায়ন করা হয়।

টিওটি কোর্স

এই ক্যাম্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ দিনব্যাপি জাতীয় পর্যায়ে প্রথম প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (TOT) অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বিদ্যুৎ বিভাগের জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের ৫১ জন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর ঢাকা,রাজশাহী, দিনাজপুর, খুলনা,রোভার, এয়ার অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের ১০১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন এবং ২৬ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ দিনব্যাপি জাতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (TOT) অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে বিদ্যুৎ বিভাগের জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের ৪২ জন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর বরিশাল, চট্রগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, রোভার, রেলওয়ে, নৌ অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ের ৮৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। টিওটি কোর্সে অংশগ্রহণকারী সকলে ক্যাম্প পরিচালনার দিক নির্দেশনা গ্রহণ করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ,এমপি প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ হোসাইন,মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

ক্যাম্পের উদ্বোধন

২০ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ সন্ধ্যা ৫:৩০ মিনিটে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতর এর শামস হল, কাকরাইল, ঢাকায় ৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প এর উদ্বোধন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এসডিজি

বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন । অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ হোসাইন,মহাপরিচালক, পাওয়ার সেল, স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম খান, জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস), ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস।

অনুষ্ঠানে, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, স্কাউট, রোভার স্কাউটবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

রোভার স্কাউটদের ক্যাম্প

দেশের ৬৪ টি জেলায় রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে ২০-২৪ ডিসেম্বর পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬' বাস্তবায়ন করা হয়। জেলা পর্যায়ের এই ক্যাম্পে ৩৮৪০ জন রোভার স্কাউট ও রোভার স্কাউট লিডার অংশগ্রহণ করেন।

স্কাউটদের জন্য ক্যাম্প

২০-২৩ ডিসেম্বর দেশের সকল উপজেলায়, নৌ স্কাউট অঞ্চল, এয়ার স্কাউট অঞ্চল ও রেলওয়ে স্কাউট অঞ্চলের মোট ৫৩৬ টি স্থানে একযোগে 'পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬' বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রতিটি ক্যাম্পে ৫০ জন স্কাউট (ছেলে ও মেয়ে) এবং ১০ জন লিডারসহ মোট ৬০ জন অংশগ্রহণ করেছেন। এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে স্কাউটরা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধি, সাশ্রয়ী হওয়ার উপায় এবং বিকল্প জ্বালানি পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বার্তা প্রচার করে। এ ছাড়াও পরবর্তিতে এই সকল স্কাউটরা তাদের সহপাঠী বন্ধু ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান বিনিময় করে আলোচ্য বিষয়সমূহে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করবে।

টাস্কফোর্স গঠন

সুষ্ঠু ও সফলভাবে বিদ্যুৎ ক্যাম্প আয়োজনের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে টাস্কফোর্স গঠন ও কাজ করা হয়।

ক. জেলা টাস্কফোর্স: আহবায়ক- জেলা প্রশাসক; সদস্য- পুলিশ সুপার, পৌরসভা মেয়র (জেলা সদর), নির্বাহী প্রকৌশলী, বিপিডিবি/ওজোপাডিকো এবং জিএম (পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি), জেলা শিক্ষা অফিসার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, কমিশনার (জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার), সম্পাদক (জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভার), জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর কর্মকর্তা, জেলা স্কাউট লিডার ও জেলা রোভার স্কাউট লিডার।

খ. উপজেলা টাস্কফোর্স: আহবায়ক- উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা; সদস্য- বিদ্যুৎ বিভাগের উপযুক্ত প্রতিনিধি, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট থানা), উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা সদরে অবস্থিত বালক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, উপজেলা সদরে অবস্থিত বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সংশ্লিষ্ট উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার, সম্পাদক ও উপজেলা স্কাউট লিডার।

স্কাউট ও রোভার স্কাউট পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬' ক্যাম্পে প্রায় ছত্রিশ হাজার স্কাউট, রোভার স্কাউট ও লিডার বিদ্যুত ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে স্কাউটিংসহ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নির্ধারিত বিষয়ে যেমন নিজে জ্ঞান অর্জন করছে তেমনি সচেতনতা সৃষ্টি করছে প্রশিক্ষণ এলাকার আশেপাশে বসবাসকারী জনসাধারণের মননে। ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে সচেতন করবে পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের। আর এভাবেই বিদ্যুত বার্তা পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

দুর্যোগকালীন করণীয় ও দ্রুত সাড়াদান বিষয়ক কোর্স সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগের পরিচালনায়, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও দিনাজপুর অঞ্চল, ফরিদপুর, কিশোরগঞ্জ, লালমনিরহাট, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, ঢাকা, কুষ্টিয়া, কুড়িগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং নরসিংদী জেলা ও জেলা রোভারের সহায়তায়, ইউএনডিপি-বাংলাদেশ এর আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটিজ (ইআরএফ) প্রজেক্টের আর্থিক সহায়তায় ১ ডিসেম্বর, ২০১৬ থেকে ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখের মধ্যে ১২টি ডিজাস্টার রেসপন্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে কোর্সের স্থান, তারিখ, কোর্স লিডার, কোর্সে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং কোর্সের জন্য নির্ধারিত জেলার নাম প্রদান করা হলো:

জেলার নাম	বাস্তবায়নের তারিখ	কোর্সের স্থান
ফরিদপুর	০১-০৫ ডিসেম্বর, ২০১৬	জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর
কিশোরগঞ্জ	০১-০৫ ডিসেম্বর, ২০১৬	আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
লালমনিরহাট	০১-০৫ ডিসেম্বর, ২০১৬	আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দশমাইল, দিনাজপুর
গাজীপুর	০১-০৫ ডিসেম্বর, ২০১৬	রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুর
নারায়নগঞ্জ	০৬-১০ ডিসেম্বর, ২০১৬	জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর
ঢাকা	০৬-১০ ডিসেম্বর, ২০১৬	রেলওয়ে আঞ্চলিক স্কাউট ভবন, কমলাপুর, ঢাকা
কুষ্টিয়া	০৬-১০ ডিসেম্বর, ২০১৬	আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পুলের হাট, যশোর
কুড়িগ্রাম	০৬-১০ ডিসেম্বর, ২০১৬	আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দশমাইল, দিনাজপুর
রাঙ্গামাটি	০৬-১০ ডিসেম্বর, ২০১৬	রাঙামাটি স্টেডিয়াম, রাঙামাটি
খাগড়াছড়ি	১০-১৪ ডিসেম্বর, ২০১৬	খাগড়াছড়ি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, খাগড়াছড়ি
নরসিংদী	১১-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬	রোভার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাহাদুরপুর, গাজীপুর
রেল, নৌ ও এয়ার	১১-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬	জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর

উল্লেখ্য বর্ণিত কোর্সগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি কোর্স পরিদর্শন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ শাহ কামাল, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) ও যুগ্ম-সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মোহসীন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর যুগ্ম-সচিব ড. অর্ধেন্দু শেখর রায়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এর উপসচিব জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, যুগ্ম- নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মমতাজ আলী, পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা। এই কোর্সে অংশগ্রহণ করে রোভার স্কাউটবৃন্দ দুর্যোগকালীন করণীয় ও দুর্যোগকালীন দ্রুত সাড়াদান ও উদ্ধারকাজে সহায়তায় লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। এই প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান তারা তাদের সমাজে প্রয়োজনে কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

সরঞ্জামাদিসহ প্রশিক্ষিত স্কাউটারবৃন্দ

■ প্রতিবেদক: মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)

ডিজিটাল ফটোগ্রাফী বিষয়ক বেসিক কোর্স

সমাপনী অনুষ্ঠানে স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের আয়োজনে জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে ৯-১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে রোভার স্কাউট ও স্কাউটারগণের অংশগ্রহণে ডিজিটাল ফটোগ্রাফী বিষয়ক বেসিক কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্সে ৪জন প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, ০৩জন স্কাউটার, ১৪জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করেন, কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটস, কোর্সের বিষয়সমূহ ছিল: ক্যামেরার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, শার্পনেস, ফোকাস, এপারচার, এক্সপোজার, লেন্স, ফিল্টার, আলো, আলোর উৎস, ফ্লাস, কালার, কম্পোজিশন, বিভিন মাধ্যমে ছবি স্থানান্তর ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত সেশন পরিচালনা করা হয় এবং কোর্সের চতুর্থ দিন ব্যবহারিক সেশন পরিচালনা করা হয়। রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সেলিম নেওয়াজ ভুইয়া,জনাব মজিবুর রহমান খান, সৈয়দ বদরুল করিম, , জনাব তানভীর আলী, জনাব নজরুল ইসলাম,জনাব এহসান খান।

প্রধান জাতীয় কমিশনারকে ফটো এ্যালবাম উপহার দেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জনসংযোগ কর্মকর্তা

১২ ডিসেম্বর ২০১৬ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। কোর্স সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেন কোর্স লিডার জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনার বলেন, আজকে ফটোগ্রাফী ছাড়া কোন মাধ্যমে সংবাদ প্রচারিত হয় না। প্রচারণায় সকল কাজেই ফটো প্রয়োজন, ছবি তুলে অনেক ব্যক্তি পুরস্কৃত হয়েছেন, বিখ্যাত হয়েছেন। আজ যারা এই কোর্স সম্পন্ন করল তারা ভালো ছবি তুলে অনেকের মনে জায়গা করে নিবে, এই আশা করি, স্কাউটিং কার্যক্রমকে মানুষের সামনে তুলে ধরে স্কাউটিং ইমেজ বৃদ্ধি করবে। জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগ নতুন নতুন ধারনা নিয়ে কাজ করছে। স্কাউটিংয়ের ইমেজ বৃদ্ধিতে এই বিভাগ চেষ্টা করে যাচ্ছে। এ জন্য তিনি জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং)-কে ধন্যবাদ জানান।

■ **অগ্রদূত প্রতিবেদন**

ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস : সেবাদান কার্যক্রমের ২০ বছর

২০ বছর ধরে সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটস। ২ ও ৩ ডিসেম্বর জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দলটির বিশেষ গ্রুপ ক্যাম্প 'ক্যাম্প ফর গোরি'। ১৯৯৬ সালে যাত্রা করে আজো দলটি নিজস্ব অবস্থান থেকে আর্তমানবতার সেবায় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

১৮-২৫ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের আত্মোন্নয়ন, দেশপ্রেম ও আর্তমানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এ ক্যাম্পের উদ্দেশ্য। ক্যাম্পটিতে অংশগ্রহণ করেন ৪২ জন সদস্য। ক্যাম্পে হাইকিং, তাঁবু-জলসা, স্কাউটস ওন ও উপদলীয় নানা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন আত্মোন্নয়নমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নেন সদস্যবৃন্দ। ক্যাম্পটিতে অংশগ্রহণ করতে আসা রোভার আফতাবের ভাষ্যমতে, এই ক্যাম্প তাদের ভবিষ্যতে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। ক্যাম্পে উপস্থিত রোভার লিডার ফজলে রাব্বি এ স্কাউট গ্রুপের মতো অন্যান্য গ্রুপ বা দলকে মানুষের সেবায় এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন এবং প্রয়োজনে অন্যদের এমন সমাজসেবামূলক কাজে যথাসাধ্য সহায়তা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাহমুদুল হক, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), বাংলাদেশ স্কাউটস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলটির গ্রুপ কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও গ্রুপ রোভার লিডার সরোয়ার মোহাম্মাদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। এ ছাড়াও বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দলটির গ্রুপ কমিটির সদস্য সালাহউদ্দীন আহমেদ, শাফায়াতুল ইসলাম খান, জাতীয় উপকমিশনারসহ (জনসংযোগ ও মার্কেটিং) বাংলাদেশ স্কাউটসের স্বনামধন্য স্কাউটার, দলটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং বর্তমান ও প্রাক্তণ রোভাররা। অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব সমাজসেবার পাশাপাশি রোভারদের আত্মোন্নয়নের জন্য তাগিদ দেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ২০ বছরের বেশি সময় ধরে বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে রোভার ও রোভার লিডারদের সহযোগিতা করার জন্য সবার পরিবারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উলেখ্য, দলটি সাত বছর ধরে ঢাকা থেকে প্রায় ৪০০ কিমি. দূরে লালমনিরহাটের নদী ভাঙনে আক্রান্ত চরবাসীদের সাহায্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভাঙন আক্রান্ত চরবাসীর জন্য এ দলটি স্থাপন করেছে প্রাথমিক বিদ্যালয়, চরে বিভিন্ন স্থানে নলকূপ ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসুবিধা, প্রায় ১৫ হাজার গাছের চারা বিতরণ করে চরে তৈরি করেছে সবুজ বেষ্টনী। প্রতি শীতেই কম্বল, জ্যাকেটসহ সাধ্যমতো শীতবস্ত্র জোগাড় করে বিতরণ করেছে দলটি। চরের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ফ্রি ওষুধ, মেডিকেল ক্যাম্পসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রযোজ্য লক্ষ্য অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে দলটি। দলের নতুন রোভাররাও সেবার এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ।

■ প্রতিবেদক: শরীফ হোসেন খান সাগর

ছবিতে ক্রিস্টাল ওপেন স্কাউটসের সদস্যবৃন্দ

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট সমাবেশ

অনুষ্ঠানে প্রধান জাতীয় কমিশনারকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়

২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত সুইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে দ্বিতীয় বারের মত ৪/এ, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকাতে '২য় সুইড স্কাউট সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়েছে। সমাবেশে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৩০০ জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক) স্কাউট, প্রশিক্ষক, সেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। দুপুর ৩টায় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে '২য় সুইড স্কাউট সমাবেশ' এর কার্যক্রম শুরু হয়। পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত ছিলেন- সুইড বাংলাদেশ স্কাউট গ্রুপ এর সভাপতি ও সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন, সুইডের সাংস্কৃতিক সচিব, জনাব ইমেলদা হোসেন দীপা, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারী। পতাকা উত্তোলন শেষে সকল অংশগ্রহণকারীদের মাঝে স্কার্ফ ও ওয়াগল বিতরণ করা হয়। বিকাল ৪টায় বর্নাঢ্য র‌্যালী অনুষ্ঠিত হয়। বর্নাঢ্য র‌্যালীর শুভ উদ্বোধন করেন সুইড বাংলাদেশ স্কাউট গ্রুপ এর সভাপতি ও সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। সুইড প্রাঙ্গন থেকে র‌্যালী শুরু হয়ে নৌভবন হয়ে এসে তারপর হলিফ্যামিলি হসপিটালের সামনে এসে আবার সুইড প্রাঙ্গনে এসে র‌্যালীর সমাপ্তি হয়। র‌্যালীতে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউট, অভিভাবক, প্রশিক্ষক, সেচ্ছাসেবক ও কর্মকর্তাসহ প্রায় ২৫০জন অংশগ্রহণ করেন।

২৩ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার সন্ধ্যা ০৬:০০ টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত সমাবেশের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন '২য় সুইড স্কাউট সমাবেশ' এর সাংগঠনিক কমিটির আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংক এর যুগ্ম পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম এবং শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন '২য় সুইড স্কাউট সমাবেশ' এর প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস এক্সটেনশন স্কাউটিং এর জাতীয় কমিশনার কাজী নাজমূল হক নাজু, সুইড বাংলাশে এর সভাপতি জনাব মোহাম্মদ মোসলেম এবং বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা মেট্রোপলিটন এর কমিশনার জনাব মোঃ শামীমূল হক। সভাপতিত্ব করেন- সুইড বাংলাদেশ স্কাউট গ্রুপ এর সভাপতি ও সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন। উদ্বোধনী শেষে প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কাউটদের সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন।

২৪ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় হাইকিং কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সুইড প্রাঙ্গন থেকে নৌ ভবন হয়ে রমনা পার্কে হাইকিং শেষ হয়। রমনা পার্কে স্কাউটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের ফানি ম্যাচের মাধ্যমে সেখানে হাইকিং এর কার্যক্রম শেষ করে আবার এক লাইন হয়ে সুইড প্রাঙ্গনে ফিরে আসে। হাইকিং এ প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহন করে।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ সন্ধ্যা ৬টায় বিভিন্ন স্কাউটিং কার্যক্রমের পর মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মহাতাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন- বাংলাদেশ স্কাউটস এক্সটেনশন স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার কাজী নাজমূল হক নাজু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসিন। সভাপতিত্ব করেন- সুইড বাংলাদেশ স্কাউট গ্রুপ এর সভাপতি ও সুইড বাংলাদেশ এর মহাসচিব জনাব জওয়াহেরুল ইসলাম মামুন।

প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা মঞ্চ থেকে নেমে এসে মশাল দিয়ে আগুন প্রজ্জ্বলন ও ফানুস উড়িয়ে মহা তাঁবু জলসার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। মহা তাঁবুজলসার মধ্য দিয়ে তিনদিন ব্যাপী '২য় সুইড স্কাউট সমাবেশ' এর সমাপ্তি ঘটে।

■ প্রতিবেদক: মোঃ সোহেল রানা
সুইড বাংলাদেশ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) উন্নয়ন বিশ্বে বর্তমানে ব্যাপক আলোচিত বিষয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। পরিবর্তনশীল বিশ্বের সমতা ও বৈষম্যহীন উন্নয়ন নিশ্চিত করতে রূপান্তরিত আমাদের পৃথিবী : ২০৩০ সালের জন্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) শিরোনামে গৃহীত প্রস্তাবনা অনুমোদন হয়েছে। এসডিজি হচ্ছে মানুষ ও পৃথিবীর সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার একটি বৃহৎ কর্মপরিকল্পনা, যা ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করাসহ বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখবে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার পাশাপাশি সব নাগরিকের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ জাতিসংঘ। সম্পদের টেকসই উৎপাদন ও ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনরোধে ত্বরিৎ উদ্যোগ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে সব ধরনের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করাই এসডিজির লক্ষ্য। এসডিজির মাধ্যমে সব মানুষের সমৃদ্ধ ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সমন্বয় এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজে সব ধরনের ভয় ভীতি ও বৈষম্য দূর করা হবে। এতে বলা হয়, পৃথিবীর কোথাও অশান্তি নিয়ে কোনো টেকসই উন্নয়ন হতে পারে না এবং টেকসই উন্নয়ন ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে সব নাগরিক, অংশীদার ও রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৩য় সাধারণ অধিবেশনে ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রাও ১৬৯ টার্গেট অন্তর্ভুক্ত বিশিষ্ট উন্নয়ন পরিকল্পনার বিশ্ব এজেন্ডা BSDG। যার দিন গণনা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। জাতিসংঘ 'টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা' হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে। এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDGs)-কে প্রতিস্থাপন করছে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে এসডিজির কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত জানুয়ারি থেকেই। জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের সম্মতি আছে এই বিষয়ে। ২০১৬ থেকে ২০৩০ সময় পর্যন্ত ১৫ বছর মেয়াদি এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে ব্যয় করা হবে প্রায় ২ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন (২.৫) মার্কিনডলার।

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ: ১৯৩টি দেশ নিম্নোক্ত ১৭ লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে একমত হয়েছে:

১. দারিদ্র বিমোচন: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র নির্মূল করা।

২. ক্ষুধামুক্তি: ক্ষুধামুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু।

৩. সুস্বাস্থ্য: স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।

৪. মানসম্মত শিক্ষা: অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতা-ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।

৫. লিঙ্গসমতা: লিঙ্গসমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা।

৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা: সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজ প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয় সাধ্য জ্বালানী: সবার জন্য ব্যয় সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।

৮. ভালো চাকুরি ও অর্থনীতি: সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।

৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো: দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।

১০. বৈষম্য হ্রাস: দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।

১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায়: নগর ও মানববসতিগুলোকে অন্তর্ভুক্তিমূলক,

নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা।

১২. সম্পদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার: টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা।

১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ: জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪. টেকসই মহাসাগর: টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।

১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার: পৃথিবীর ইকো সিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণরোধ, ভূমি ক্ষয়রোধ ও বন্ধ করা এবং জীব বৈচিত্রের ক্ষতিরোধ করা।

১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব: বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।

১৭টি মোটা দাগে লক্ষ্যগুলো অনেক বেশি বিস্তৃত ও ব্যাপ্তিময়। এখানে প্রাতিষ্ঠানিক, রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় স্থান পেয়েছে। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রাই এত বেশি ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত যে, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে তা কতটা সহায়ক হবে তা বলা খুব মুশকিল। সকল প্রকার দারিদ্র দূরীকরণের কথা আছে ১ নম্বর লক্ষ্যে। সর্বত্র, সকল প্রকার দারিদ্র দূরীকরণ নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জলবায়ুসহ সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে চিহ্নিত করা কাজসমূহ।

১৭টি অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্য নিয়ে এসডিজির গাইডলাইন। এতে একটি আন্তর্জাতিক ঐক্যমতের প্রকাশ ঘটেছে। এই ঐক্যমতে পৃথিবীর সব মানুষের উন্নতর জীবনযাপনের আকাঙ্খার প্রকাশ পেয়েছে। একই সঙ্গে সব দেশের সব মানুষের উন্নত জীবনযাপনের বিষয়টি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। সুশাসনের বিষটি এসডিজির এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে সুশাসনের বিষটিকে গুরুত্বারোপ করা জরুরী। তৃণমূল পর্যায়ে আমাদের প্রতিটি জেলায় নিজস্ব পরিকল্পনায়, প্রশিক্ষণ, সমাজ ও পরিবেশ উন্নয়নে এসডিজির আলোকে উন্নয়ন রূপরেখা করলে ২০৩০ সালে আমরা উন্নয়নের নতুন চিত্র দেখতে পাব। বিশ্বদরবারে গ্রহণযোগ্য প্রসংশিত হবে কার্যক্রম।

তথ্যসূত্র:

https://sustainabledevelopment.un.org; https://en.wikipedia.or; https://sdg.guide/

■ প্রতিবেদক: মোঃ নজরুল ইসলাম
প্রাক্তন সহঃ ফিল্ড কমিশনার

আত্মকথা

লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল

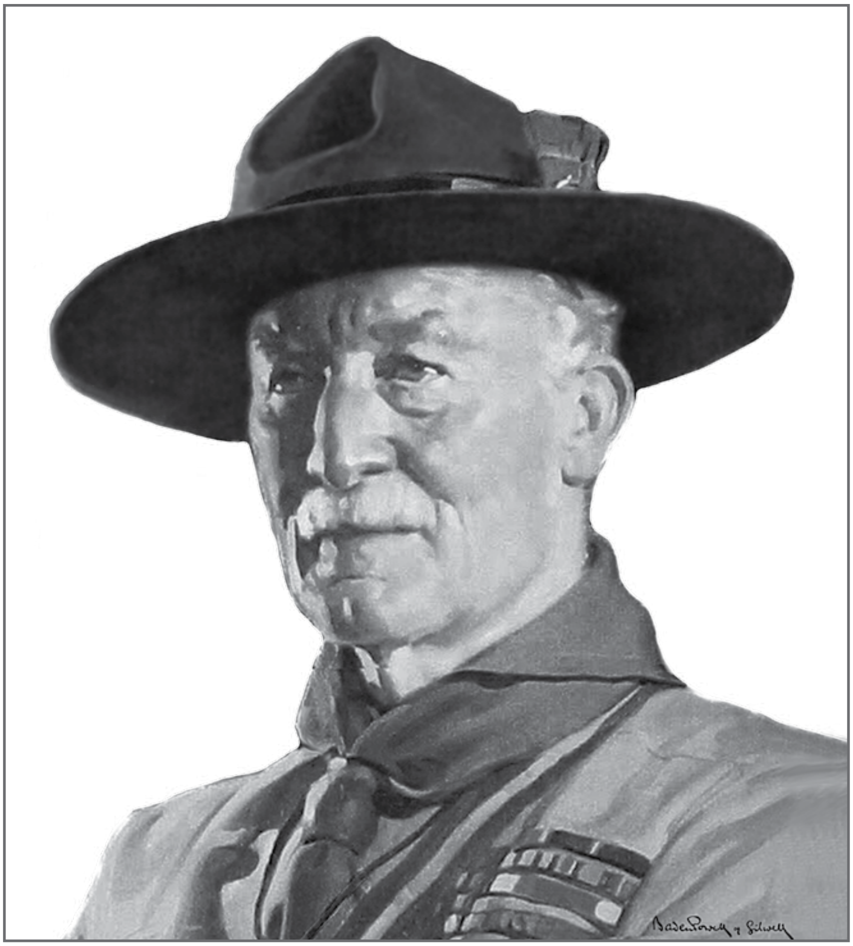

■ পূর্ব প্রকাশের পর:

জন গ্রুতবুম

আমি যখন রোডেশিয়ায় তখন জন গ্রুতবুম আমার কাছে আসে। সে ছিল একজন জুলু। তার কিছু লেখাপড়া জানা ছিল। ভ্রমণে তার অভিজ্ঞতা ছিল এবং ইউরোপীয়দের সাথে তার সখ্যতা ছিল।

জুলুল্যান্ড আমার পরিচিত হলেও রোডেশিয়া ও তার লোকদের কাছে আমি ছিলাম অপরিচিত। তাই আমার দরকার ছিল একজন বিশ্বস্ত গাইড ও স্কাউট বন্ধু। এ ধরনের কাজের জন্য কোনো লোককে পছন্দ করতে হলে মনে রাখতে হবে যে, তার ওপর নিজের জীবন হবে নির্ভরশীল। আরও একটি দিক বিবেচনা করতে হবে যে, কখনও কখনও নিজেরও তার জীবনের জন্য তার ওপর নির্ভর করতে হবে। তাই এই নির্বাচন কোনো তুচ্ছ বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে না। এটা ঘোড়া বা স্ত্রী পছন্দ করার মত সমস্যার ব্যাপার। এর ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে।

কিন্তু আমার বেলায় পছন্দসই লোক নির্বাচনের জন্য মহড়া বা প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোনো সময় ছিল না। তার সুনাম শুনে আর তাকে দেখে আমাকে লোকটিকে গ্রহণ করতে হল। তার এ দুটি দিকই আমার কাছে আবেদনশীল হয়েছিল। তাই আমার পছন্দের জন্য আফসোস করতে হয় নি। তার চরিত্র প্রথমেই তার পরিচিত স্পষ্ট করে তুলেছিল। আমার দেখা সবচেয়ে সাহসী মানুষ হিসেবে সে নিজেকে প্রমাণিত করেছিল।

অনেক যুবক প্রথম বিদেশে এসে নিজের বাহাদুরি দেখাতে চায়। বয়স্ক লোকেরা যারা বিপদ মোকাবিলা করে দেশীয় লোকদের সঙ্গে শিকার করে ভাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারা সহজেই নবাগতদের আনাড়িপনা ধরে ফেলে।

আমি জন গ্রুতবুমের কথা বলছিলাম।

আমাদের দায়িত্ব পালনের জন্য সে আর আমি রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে পড়তাম। এরপর নিজেদের আড়ালে রেখে আমরা ভোর হওয়ার আগে পচিঁশ মাইল পথ পার হয়ে শত্রুদের অবস্থানের কাছাকাছি এসে পৌঁছতাম। তারপর তাদের সকালের নাস্তা তৈরির জন্য আগুনের শিখা দেখে তাদের অবস্থান ঠিক করে নিতাম। আমাদের দায়িত্ব পালনের সময় শার্লক হোমসের অনেক কাজ করতে হত।

যেমন এক সকালে শত্রুদের বাইরের আস্তানা হামাগুঁড়ি দিয়ে পেরুবার সময় আমরা কিছুটা বিপদের মুখোমুখি হলাম। এতে কিছুটা দেরি হল। তাই দিনের আলো ফোটার আগে আমরা আর শত্রুদের প্রধান শিবিরের কাছাকাছি আরও বেশি বিপজ্জনক জায়গায় গেলাম না।

আমাদের নিজেদেরকে আর ঘোড়াগুলো গোপন করে রাখার ভাল একটি জায়গা গেলাম। তাই শত্রুদের অবস্থান পরীক্ষার জন্য আমরা তা ব্যবহার করলাম। কিন্তু জন পাহাড়ে চড়ার ব্যাপারে খুব দক্ষ ছিল না। অথচ আমাদের কাজের সবটুকুই ছিল পাহাড়ি এলাকায়। রাবার সোলের জুতার সাহায্যে আমি তার চেয়ে তাড়াতাড়ি চলতে পারতাম। এমনকি শত্রুদের চেয়েও বেশি চলতে পারতাম। এ ব্যাপারে শত্রুরা আমাকে ভালই জানত। তাই তারা আমার নাম দিয়েছিল 'ইমপিসা'-নিদ্রাহীন নেকড়ে। একরাতে আমরা পাহাড় বেয়ে শত্রুর আস্তানার কাছাকাছি গেলাম এবং সেখানে ভোর হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। সকালে আলোর শিখা জ্বললে তাদের অবস্থান জানা যাবে। প্রথমে একটি আলোর শিখা জ্বলে উঠল। তারপর আর একটি জ্বলল। তারপর আরও একটি।

এভাবে আধ-ডজন আলো জ্বলার আগেই জন হঠাৎ গর্জন করে উঠল,

'জানোয়ার! তারা আমাদের জন্য ফাঁদ পেতেছে।

সে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম না সে কি বোঝাতে চাচ্ছে। তবে সে বলল, 'আপনি যদি এখানে অপেক্ষা করেন তাহলে গিয়ে দেখে আসি।'

সে চটকরে তার গায়ের কাপড় খুলে এক জায়গায় স্তূপ করে রাখল। প্রায় নগ্ন হয়েই সে আঁধারে হারিয়ে গেল। আসলে সে দেখতে গেল সেখানে কি হচ্ছে।

গোয়েন্দাগিরির সবচেয়ে খারাপ দিক হল তা মানুষকে সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। এমনকি সবচেয়ে প্রিয় বন্ধুকেও। তাই গ্রুতবুম একদিকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও অন্যদিকে হামাগুঁড়ি দিয়ে চলে গেলাম। ঘোড়াগুলোকেও সেখান থেকে দেখা যাবে। আর দেখা যাবে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে মাতাবেলিদের নিয়ে আমাকে আটক করতে আসে কি না।

এক ঘন্টা বা তারও বেশি সময় আমি সেখানে শুয়ে রইলাম। সূর্য ওঠে গেছে। অবশেষে দেখলাম জন হামাগুঁড়ি দিয়ে ঘাসের ওপর একাকী আসছে। আমি তাকে সন্দেহ করার জন্য লজ্জিত হলাম। সে কাপড় পরার সময় দাঁত বের করে পরিতৃপ্তির হাসি হাসছে।

সে বলল, সে যা আশা করেছিল তাই সে পেয়েছে। তারা আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করার জন্য ওঁত পেতে ছিল। যে বিষয়টি তার সন্দেহের কারণ হয়েছিল সেটা হল আগুনের শিখা। সেটা এক জায়গায় পাহাড়ের গায়ে একই সঙ্গে জ্বলে না ওঠে বিভিন্ন জায়গায় একের পর এক জ্বলে উঠেছিল। যেন একজন লোক ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় আলো জ্বালিয়েছে।

এতেই তার সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সে ধারণা করে যে, শত্রুরা আশা করেছিল যে আমরা কাছাকাছি কোথায়ও আছি এবং আমরা হয়ত আরও কাছাকাছি গিয়ে তাদের অবস্থান পরীক্ষা করতে চাইব।

একটি বৃত্তাকার পথ ধরে সে তাদের কাছাকাছি যেতে চাইল। সেখান থেকে সে দেখতে পেল তাদের একটি দল ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। সেটা একটা পথের ওপর। আর ঐ পথটা সে কিছুক্ষণ আগেই পার হয়ে এসেছে।

সে শত্রুদের চোখের আড়ালেই পার হয়ে গেল এবং তাদের অবস্থানের কাছাকাছি পৌঁছল। সে তাদেরই একজন এমন ভান করে তাদের কাছে ফিরে এল। তাদের সঙ্গে গালগল্প করে আমাদের সম্পর্কে তাদের উদ্দেশ্য কি তা জেনে নিল এবং সামনে তাদের কি পরিকল্পনা রয়েছে তা-ও জেনে নিল।

যখন সে ফিরে এল তখন সে দৃঢ়তার সঙ্গে হেঁটে এল। একবার তাদের চোখের আড়ালে হয়েই সে হামাগুঁড়ি গিয়ে পাথরের মধ্য দিয়ে চলে এল এবং খুব তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এল।

ঠান্ডা মাথায় এমন কাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে মৃত্যু তখন নিশ্চিত। এর জন্য দরকার বিপুল সাহস। সৈনিকের চেয়ে বেশি সাহস থাকতে হবে তার। সৈনিক যুদ্ধের উত্তেজনার মধ্যে অভিযান চালিয়ে থাকে।

জন বহু বহুবার এ ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছিল।

অভিযানের পর আমি যখন মাতাবেলি ছেড়ে এলাম তখন একজন প্রকৃত বন্ধুর সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটল।

তিন বছর পর বুয়র যুদ্ধ চলাকালীন আমি ট্রান্সভালে একটি বাহিনী পরিচালনা করছিলাম। আমাকে বলা হল একজন দেশীয় লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এই লোকটিই জন। সে মাতাবেলিল্যান্ড থেকে বুয়রদের রাজ্যের ভেতর দিয়ে এসে আমার শিবিরে হাজির হয়েছে। সঙ্গে একটি চমৎকার ঘোড়া, একটি খচ্চর আর দুটি প্রথম শ্রেণীর রাইফেল প্রচুর গোলাবারুদ সহ।

দুজনে দেখা হলে কয়েক মুহূর্ত আমরা কোনো কথা বলতে পারলাম না। তখন কয়েকজন নিষ্ঠুর বন্ধু আমাদের ছবি তুলে ফেলল। আমাদের মুখে তখন সরল ও দাঁত বের করা হাসি।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কিভাবে এমন সশস্ত্র হয়ে এখানে আসতে পেরেছে। সে বলল, সে যখন শুনেছে সে আমি ট্রান্সভালে আছি, সে তখন আমাকে খুঁজে বের করার জন্য পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করে এবং শত্রুদের চমৎকার ঘোড়া নিয়ে চড়ে এসেছে এবং পথে পথে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়েছে। বাহাদুরির সঙ্গে সে সেসব দেখাল।

আমি যখন দক্ষিণ আফ্রিকা ছেড়ে আসি তখন সে বিখ্যাত সিংহ শিকারি ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জর্জ গ্রের সঙ্গে থেকে যায়। জন তাঁর জন্য অনেক কাজ করে এবং তাঁকে রক্ষা করতে গিয়ে জন সিংহের হাতে মারা যায়। পরে জর্জ গ্রে নিজেও সিংহ দ্বারা নিহত হন।

■ চলবে...

■ অনুবাদক: মরহুম অধ্যাপক মাহবুবুল আলম
প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

বিপি'র হাতে আঁকা

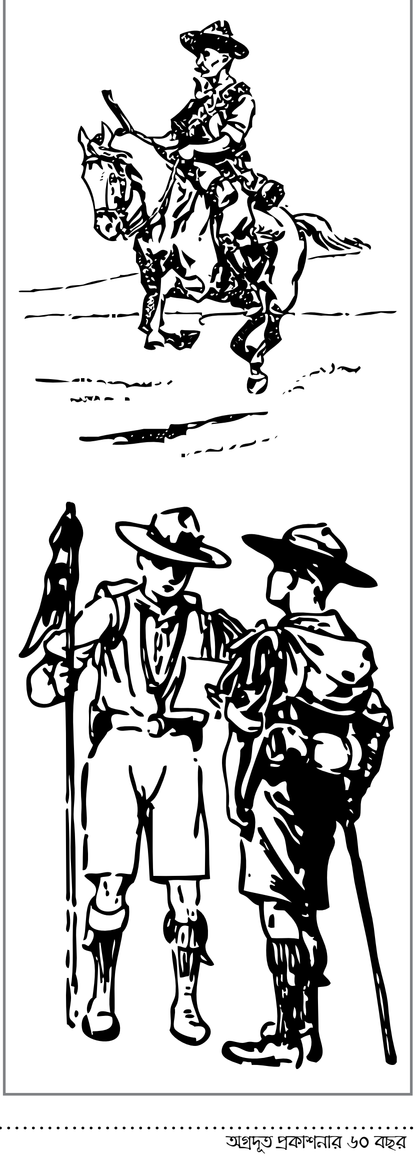

জাতিসংঘে বাংলাদেশি তরুণী

দেশ ও জাতির উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রাখছেন তরুণরাও। কাজ করছেন টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে। জাতিসংঘের বিবেচনায় তারা তরুণ নেতা। নিজেকে তরুণ নেতা হিসেবে বিবেচনায় আনতে ১৮৬টি দেশ থেকে ১৮ হাজারেরও বেশি আবেদনপত্র জমা পড়ে। নানা যোগ্যতা বিচার-বিশ্লেষণে ১৯-৩০ বছর বয়সী সব যুবদূত প্রার্থীর মধ্য থেকে ১৭ জন তরুণ নেতাকে বাছাই করা হয়। তাদের মধ্যে বাংলাদেশের ময়মনসিংহের প্রতিভাময় তরুণী সওগাত নাজনীন খান অন্যতম। তাকে জাতিসংঘের নতুন নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠিত এইচএ ডিজিটাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের কাজটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। স্কুলটিতে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ছেলে-মেয়েদের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পড়ানো হয়।

ডিজিটাল সড়ক

উন্নত বিশ্বের আদলে বনানী-বিমানবন্দর ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কে ডিজিটাল রূপ বাস্তবায়নে কাজ করছে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর। এটাই হবে দেশের প্রথম ডিজিটাল সড়ক। বেসরকারি অর্থায়নে সড়কটির সংস্কার কাজ চলছে। সংস্কার কাজ শেষ হলে গাড়িতে বসে থাকলেও এ সড়কে প্রবেশ মাত্রই মোবাইল ফোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে 'ইন্টারনেট কানেক্টেড' হয়ে যাবে। সড়কে থাকবে ১০টি আধুনিক যাত্রী ছাউনি। এসব ছাউনিতে Wi-Fi সুবিধা, ATM বুথ, মোবাইল রিচার্জ পয়েন্ট, উন্নতমানের টয়লেট এবং কয়েন দিয়ে পণ্য কেনার অত্যাধুনিক সুবিধা পাবেন যাত্রী ও পথচারীরা। এছাড়াও মনোমুগ্ধকরভাবে সাজানো হচ্ছে সড়কের ফুটপাত। ২০১৭ সালের মার্চে শেষ হবে দেশের সর্বপ্রথম এ ডিজিটাল সড়কের সংস্কার কাজ।

উন্মুক্ত কারাগার

কক্সবাজারের উখিয়ায় নির্মিত হচ্ছে দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার। উন্নত বিশ্বের আদলে অত্যাধুনিক কারাগার নির্মাণে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উখিয়ার উত্তর বড়বিল গ্রামে ৩২৫.৫০ একর জমিতে এটি নির্মিত হচ্ছে। নির্মাণ শেষে এটাই হবে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কারাগার।

দেশের প্রথম উন্মুক্ত কারাগার ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রচলিত কারাগারের মতো আসামীদের নির্দিষ্ট স্থানে ও লকআপে বন্দি রাখা হবে না। এখানে প্রত্যেক বন্দিকে তাদের পছন্দমতো কাজ দেয়া হবে এবং কাজ শেখানো হবে। সাজাভোগের পাশাপাশি কৃষিকাজ, মৎস্য ও পশুপালন, হস্ত শিল্প, কুটির শিল্প ও আইটিবিষয়ক প্রশিক্ষণহ নানাবিধ বিষয়ে কাজ শেখানো হবে। বন্দিরা যখন খুশি এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে যেতে পারবেন। মুক্ত মানুষদের মতোই চলাফেরা করতে পারবেন। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। কারাগারের পরিবেশ, আবাসন ও স্যানিটেশনসহ অন্যসব সেবাও থাকবে উন্নত।

সোনাগাজী সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র

ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার চর চান্দিয়ায় ১,০০৩ একর এলাকা জুড়ে নির্মিত হচ্ছে সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎকেন্দ্র। এটা দেশের প্রথম হাইব্রিড বিদ্যুৎ প্রকল্প এবং দেশের সর্ববৃহৎ সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প। প্রাথমিক পর্যায়ে সোনাগাজীর সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১০০ মেগাওয়াট ও বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎসহ ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

ফেনীর মুহুরী নদীর তীরে ও সোনাগাজীতেই ২০০৫ সালে দেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র পাইলট প্রকল্প হিসেবে চালু হয়। এলাকায় লামছি মৌজায় ছয় একর জমির উপর স্থাপিত বিদ্যুৎকেন্দ্রটির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল এক মেগাওয়াট।

টেলিভিশন মিউজিয়ামের যাত্রা শুরু

বিশ্বে বাংলা ভাষার প্রথম টেলিভিশন চ্যানেল বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)। অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে পথ চলায় অর্জিত স্মৃতিস্মারকগুলো এক ছাদের নিচে নিয়ে আসার প্রয়াসে এ টিভি চ্যানেল তার কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে 'টেলিভিশন মিউজিয়াম'। ১ ডিসেম্বর ২০১৬ আনুষ্ঠানিকভাবে এটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। দর্শনার্থীরা কোনো রকম দর্শনী ছাড়াই সরকারি ছুটি ব্যতিত প্রতিদিন সকাল ১০টা-বেলা ২টা এবং দুপুর ২.৩০টা-৪.৩০টা পর্যন্ত টেলিভিশন মিউজিয়ামটি ঘুরে দেখার সুযোগ পাবেন।

হাতিরঝিলে ওয়াটার ট্যাক্সি চালু

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ হাতিরঝিলে চালু হয় ওয়াটার ট্যাক্সি সেবা। হাতিরঝিল সমন্বিত উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এ ওয়াটার ট্যাক্সিগুলো এফডিসি থেকে বাড্ডা সংযোগ সড়ক ও রামপুরা সেতুর মধ্যে যাতায়াত করছে। এফডিসি, গুলশান-১ ও রামপুরা ব্রিজ এলাকায় ট্যাক্সির তিনটি টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে। মূল টার্মিনাল এফডিসি থেকে রামপুরা পর্যন্ত ভাড়া ২৫ টাকা এবং গুলশান-১ এর ভাড়া ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রতিদিন সকাল সাতটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত এ সেবা চলছে।

দীর্ঘতম রেল সেতু

৬ ডিসেম্বর ২০১৬ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় 'যমুনা রেলওয়ে সেতু নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়। এ প্রকল্পের আওতায় জাপানের অর্থায়নে নির্মিত হবে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ডুয়েল গেজ (ডবল লাইন) রেলসেতু। নির্মাণ শেষে এটাই হবে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেল সেতু।

দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত

ফ্রান্সের মার্সেলি থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ২০,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সাবমেরিন ক্যাবল South East Asia-Middle East-Western Europe-5 (SEA-ME-WE-5)। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে এটি স্থাপনের কাজ শুরু হয়। আর ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ শেষ হয় এর নির্মাণ কাজ। আর এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ তার দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলে যুক্ত হয়।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘড়ি

পবিত্র কাবা শরীফের দক্ষিণ গেটের কাছাকাছি ৭টি বিশল টাওয়ারের সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছে সৌদি সরকারের মালিকানাধীন 'আব্রাজ আল বাইত' কমপ্লেক্সটিতে রয়েছে 'মক্কা ক্লক টাওয়ার'। এটাই বর্তমানে বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘড়ির টাওয়ার। এর উচ্চতা ৬০১ মিটার বা ১,৯৭২ ফুট। ৯৫ তলা এ টাওয়ারে স্থাপিত হয়েছে ৪৩ মিটার চওড়া ডায়ালবিশিষ্ট মক্কা ঘড়ি। চর্তুমুখী এ ঘড়িটির এক মুখে লাগানো হয়েছে ৯ কোটি ৮০ লাখ গ্লাস মোজাইক। প্রতিটি মুখে আরবিতে লেখা আছে 'আল্লাহু আকবর' শব্দগুচ্ছ, যা ২১,০০০ রঙিন বিজলি বাতির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। আর তা পড়া যায় ৩০ কিলোমিটার দূর থেকেও। আল্লাহর নামের উপরের দিকে ৫৯০ মিটার উচ্চতায় স্থাপন কর হয়েছে সোনা দিয়ে মোড়ানো ৭৫ ফুট ডায়ামিটারের একটি বাঁকা চাঁদ। বিশেষ বিশেষ দিবস উপলক্ষে এ চাঁদ থেকে আকাশে বিচ্ছু ১৬টি উজ্জ্বল আলোক রশ্মি, যা আকাশের ১০ কিলোমিটার উঁচুতে ছড়িয়ে যাবে। ২০০৪ সালে এটির নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় এবং ১১ আগস্ট ২০১০ পবিত্র রমযান মাসের প্রথম দিনে মক্কা ঘড়ি তিন মাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। ২০১২ সালে এটি পূর্ণাঙ্গভাবে উন্মুক্ত করা হয়।

তেলাপোকার সাথে তেলের কোনো সম্পর্ক নেই!

তেলাপোকা বা আরশোলা এক ধরনের ক্ষতিকর পোকা। ময়লা-আবর্জনা ও অন্ধকার, বিশেষ করে রান্নাঘর বা ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্রের নিচে এদের বাস। এদের সবচেয়ে পরিচিত প্রজাতি *Periplaneta americana*, যেটি প্রায় ৩ সেমি লম্বা। এরা অমেরুদণ্ডী ও সন্ধিপদী প্রাণী। এরা এদের পেশিগুলোকে সহজে নড়াচড়া করতে পারে এবং প্রয়োজনে উড়তে পারে। এদের দেহ তিন খণ্ডে বিভক্ত– মাথা, ধড় ও উদর। ধড়ে তিন জোড়া পা ও সাধারণত দুই জোড়া পাখা থাকে। সে সাথে মাথায় দুইটি লম্বা শুঙ্গ রয়েছে, যা বেশ অনুভূতিপ্রবণ। মজার বিষয় সর্বভূক এ প্রণিটির নামের সাথে তেলের কোনো সম্পর্ক নেই। সহজে অভিযোজন করতে পারে বলে তেলাপোকা ৩৫ কোটি বছর ধরে প্রকৃতির খাদ্যভাব ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেদের টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

কীভাবে হয়?

অ্যান্টিবায়োটিক জীবাণুকে ধ্বংস করে কীভাবে?

– অ্যান্টিবায়োটিক রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর কোষপ্রাচীর গঠনে বাধা সৃষ্টি করায় জীবাণুর কোষপ্রাচীর গঠনে বাধা সৃষ্টি করায় অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় জীবাণু-দেহে পানির অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে জীবাণুর দেহ ভেঙ্গে যাওয়ায় তা জীবাণুকে ধ্বংস করে।

কোলেস্টেরল হৃৎপিণ্ডে কীভাবে ক্ষতি করে?

– রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে রক্ত বহনকারী ধমনীর গায়ে আঠার মতো প্রলেপ পড়ে রক্ত চলাচলের পথ সরু হয়ে যায়। ফলে অক্সিজেন বহনকালে রক্ত ধমনী দিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছতে বাধাগ্রস্ত হওয়ায় অনেক সময় হৃৎপিণ্ডে সমস্যার সৃষ্টি করে।

ভূগর্ভে কীভাবে কয়লা সৃষ্টি হয়?

– লক্ষ-সহস্র বছর আগে পৃথিবীর বিশালাকার গাছ-গাছড়া ভূমিকম্প বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে কালক্রমে মাটি চাপা পড়ে যায়। দীর্ঘ সময় ভূগর্ভের চাপ ও তাপের প্রভাবে এটা পরবর্তীতে কয়লার রূপান্তরিত হয়।

গিনেস বুকে জন্মদিনের কেক

ভারতের প্রয়াত যোগগুরু চিন্ময় কুমার ঘোষের জন্মদিনের জন্য তৈরি করা ৮০.৫ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট প্রস্থের বিশালাকৃতির কেক গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্থান করে নেয়। আয়তাকার কেকটিতে ৭২,৫৭৫টি মোম জ্বালানো হয়। কেকের ওপর এতগুলো মোম জ্বালিয়ে জন্মদিন পালন বিশ্বে এটাই প্রথম। এর আগে এপ্রিল ২০১৬ ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বিশালাকৃতির কেকের ওপর ৫০,১৫১টি মোম জ্বালানো হয়েছিল।

দীর্ঘকায় গরু

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার ইউরেকা শহরের এক ফার্মে পালন করা 'ড্যানিয়াল' নামের হোলস্টেইন ফ্রিজিয়ান প্রজাতির একটি গরুর উচ্চতা ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের মতে, এটাই বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘকায় গরু। এর ওজন ২,৩০০ পাউন্ড বা ২৬ মণ। এটা প্রতিদিন ১০০ পাউন্ড খড় এবং ১০০ গ্যালন পানি পান করে। ২৪ ঘন্টায় মলত্যাগ করে ১৫০ পাউন্ড। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের মতে, আগের রেকর্ডধারী হোলস্টেইন প্রজাতির গরুর নাম ছিল 'ব্লোসোম'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যের ঐ গরুর উচ্চতা ছিল ৬ ফুট ২ ইঞ্চি।

দীর্ঘতম চলন্ত সিঁড়ি

চীনে পর্যটকদের জন্য চালু করা হয়েছে এমন এক চলন্ত সিঁড়ি বা এস্কেলেটর, যা তৈরি হয়েছে একেবারে পাহাড়ের মধ্যে। চীনের হুবে প্রদেশের কাংক ভিলেজ রিসোর্ট থেকে শুরু হওয়া এ চলন্ত সিঁড়ি এরই মধ্যে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা চলন্ত সিঁড়ি তকমাও পেয়ে গেছে। ৪৩ লাখ পাউন্ড খরচ করে বানানো এস্কেলেটরটির মোট দৈর্ঘ্য ২,২৬০ ফুট বা ৬৮৮ মিটার। ১ অক্টোবর ২০১৬ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এটি। এতে চড়ে ভ্রমণে সময় লাগবে ১৮ মিনিট। প্রতি ঘন্টায় প্রায় ৭,৩০০ জনকে বয়ে নিয়ে যেতে পারে সিঁড়িটি।

সবচেয়ে বেশি বিশ্বরেকর্ড

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের এ্যাশরিটা ফারম্যান 'ম্যান অব মিশন' নামে পরিচিত। তার দখলে বর্তমানে প্রায় ২০০টি বিশ্বরেকর্ড রয়েছে। ২০১৪ সালে ৫৫১টি গিনেস রেকর্ড তার দখলে ছিল। ৬২ বছর বয়সী ফারম্যান গত ৩৭ বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দুর্ভেদ্য রেকর্ড ভাঙ্গার পেছনে ব্যয় করেছেন।

■ তথ্য সংগ্রাহক: সালেহীন সিরাত
ছাত্র, ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি
বাংলাদেশ

পঞ্চম বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প

ক্যাম্প উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বেলুন উড়িয়ে ক্যাম্পের উদ্বোধন করছেন অতিথিবৃন্দ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনারসহ অতিথিদের একাংশ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক ও জাতীয় উপ কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনারসহ অতিথিদের একাংশ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কাউটদের একাংশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের ৫০ বছর পূর্তি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি,প্রধান জাতীয় কমিশনার,
প্রো ভিসিসহ স্কাউটারবৃন্দ

বেলুন উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করছেন শিক্ষামন্ত্রী,
বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, প্রো ভিসিসহ স্কাউটারবৃন্দ

সূবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের র‌্যালী

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি,
প্রধান জাতীয় কমিশনার, প্রো ভিসিসহ স্কাউটারবৃন্দ

সূবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে টিএসসি

জাতীয় স্কাউট নেতৃবৃন্দ গোপালগঞ্জে

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে
প্রধান জাতীয় কমিশনারের নেতৃত্বে জাতীয় নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধাঞ্জলি

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে বঙ্গবন্ধু ও
তাঁর পরিবারের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত

একাদশ জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় বক্তব্য রাখছেন
প্রধান জাতীয় কমিশনার

একাদশ জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় বক্তব্য রাখছেন
জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

প্রধান জাতীয় কমিশনারকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ

প্রধান জাতীয় কমিশনারকে স্কার্ফ পরিধান করিয়ে দিচ্ছেন
জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

বেসিক ফটোগ্রাফি কোর্স

সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান জাতীয় কমিশনার

উদ্বোধনের পর জাতীয় কমিশনার(জনসংযোগ ও মার্কেটিং) ও অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ফটো

শেসন পরিচালনা করছেন সেলিম নেওয়াজ ভূইয়া

প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সাথে অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ফটো

শেসন পরিচালনা করছেন একজন প্রশিক্ষক

প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়কে ফটো অ্যালবাম প্রদান করা হচ্ছে

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বক্তব্য রাখছেন জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন)

ডিজাস্টার রেসপন্স কোর্সে মহড়ার প্রস্তুতি

বকশিগঞ্জ, জামালপুরে কাব স্কাউট বেসিক কোর্সের প্রশিক্ষক ও অংশগ্রহণকারীগণ

ঢাকা কলেজ রোভার গ্রুপের ক্রু মিটিং

ভিটামিন এ ক্যাপসুল কার্যক্রমে রোভার স্কাউট

জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এর সাথে ডিজাস্টার রেসপন্স কোর্সের কোর্স লিডারগণ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

ডিজাস্টার রেসপন্স কোর্সে মহড়া

কিশোরগঞ্জে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

শামসুল হক খান স্কুল এর বার্ষিক ক্যাম্পের অংশগ্রহনখারীদের একাংশ

চট্টগ্রামে বেসিক কোর্স

দিনাজপুর জেলা রোভারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীগণ

ঢাকা কলেজ রোভার গ্রুপের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

২য় সুইড ক্যাম্পে প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) ও জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

রোভার অঞ্চলের ৪০তম বার্ষিক কাউন্সিল সভা

বিজয় দিবসের ডিসপ্লে-তে সাতক্ষীরা সরকারি কলেজের রোভার দল

নেত্রকোনা জেলা সমাবেশে গার্ল ইন স্কাউট দল

উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী জাজিরা, শরিয়তপুর

জেলা স্কাউট সমাবেশ ফরিদপুর

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

জেলা কাব ক্যাম্পুরী হবিগঞ্জ

তাঁবু বাস ও শীতবস্ত্র বিতরণ,নওগা

জেলা সমাবেশ, পটুয়াখালী

রোভার মেট কোর্স জামালপুর

খুলনায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প

নৌ অঞ্চলের ওরিয়েন্টেশন কোর্স

গ্রেটার মেকংয়ে নতুন প্রজাতি

তিব্বতীয় মালভূমি থেকে কয়েকটি পর্বত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অরণ্যের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মেকং নদী। এ নদীর অববাহিকা অঞ্চলই গ্রেটার মেকং অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এতে রয়েছে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস, থাইল্যান্ড এবং মিয়ানমারের অংশ। প্রতি বছর বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন প্রজাতির সন্ধানের ঘোষণা দেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড (WWF) ২০১৫ সালে গ্রেটার মেকং অঞ্চলে ১৬৩টি নতুন প্রজাতির খোঁজ দেয়– উদ্ভিদ ১২৬টি, সরীসৃপ ১৪টি, মৎস্য ১১টি, উভচর ৯টি ও স্তন্যপায়ী ৩টি।

কমছে বিশ্বের বন্যপ্রাণী

বিশ্ব বন্যপ্রাণী পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে প্রতি দু'বছর অন্তর প্রকাশিত হয় Living Planet Report। এতে পাখি, মাছ, স্তন্যপায়ী, উভচর ও সরীসৃপ গোত্রের ৩,৭০০ ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির ওপর পর্যবেক্ষণ চালানো হয়, যা বিশ্বের মেরুদণ্ডী প্রাণীর মোট সংখ্যার ৬%। ১৯৭০ সাল থেকে এ তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়। লন্ডন জুওলজিক্যাল সোসাইটি (ZSL) ও বিশ্ব বন্যপ্রাণী তহবিল (WWF)-এর যৌথ জরিপে প্রদত্ত এ রিপোর্ট সর্বশেষ প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে। এতে দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী বন্যপ্রাণী সংখ্যা ১৯৭০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৪৫ বছরে ৫৮% হ্রাস পেয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০২০ সাল নাগাদ মেরুদণ্ডী প্রাণীর সংখ্যা দুই-তৃতীয়াংশে পৌঁছাতে পারি।

পৃথিবীর প্রথম দূষিত নদী

পৃথিবীতে সর্বপ্রথম যে নদীটি দূষণের শিকার হয়েছিল, তার সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এখন থেকে প্রায় ৭ হাজার বছর আগে নিওলিথিক যুগে এ নদীটির পানি দূষিত হয়েছিল। নিওলিথিক মানুষেরা খনিজ পদার্থ থেকে প্রথম তাম্র জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন করেছিল। সম্ভবত এ কারণেই নদীটি দূষণের শিকার হতে পারে বলে অনুমান করছেন গবেষকরা। নদীটি যেখানে ছিল, সে স্থানটি এখন জর্ডানের ওয়াদি ফেইনান এলাকায় অবস্থিত শুকনো এক ভূমি। বিজ্ঞানীরা এ আবিষ্কার মানব ইতিহাসের একটি মোড় পরিবর্তনকারী সময়কে উন্মোচন করেছে। বোঝা যায়, নিওলিথিক যুগেই মানুষ প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র-প্রস্তর যুগে পা রেখেছে। ক্যালকোলিথিক বা তাম্র যুগ নামের ঐ সময়টাই হলো মানব সভ্যতার প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র যুগে পদার্পণের সময়।

ছয় জাতের নতুন প্রজাতি

বাংলাদেশ প্রজাপতির ছয়টি নতুন জাতের খোঁজ পান একদল গবেষক। নতুন প্রজাতিগুলো– রেডস্পট, আসাম ফ্ল্যাশ, রেড লেসউইং, লার্জ ব্র্যান্ডেড সুইফট, ইয়েলো পাম ডার্ট ও কমন ক্লাবটেইল। গবেষকেরা জুন ২০১৪-মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত অনুসন্ধান চালিয়ে প্রজাতিগুলো খুঁজে পান।

কাঁকড়া বিছার সুপার পাওয়ার

কানাডার ইউকোনসহ আলাস্কা ও সাইবেরিয়া অঞ্চলের কাঁকড়া বিছার একটি প্রজাতি বিস্ময়করভাবে চরম ঠাণ্ডার মধ্যেও টানা ১৭ দিন শ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে বেঁচে থাকার রেকর্ড গড়েছে। Pseudoscorpion প্রাণীটি শরীর সংকোচন করে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচে। এ প্রকিয়াটিকে বলা হয় 'সুপার কুলিং'। এ প্রক্রিয়ায় তারা মাইনাস ৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও জমে যাওয়া ঠেকাতে পারে।

বিশ্বের উচ্চতম ঢেউ

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগড়ে ১৯ মিটার বা ২৬.৩ ফুট উঁচু একটি ঢেউ বিশ্বের উচ্চতম ঢেউ হিসেবে নতুন রেকর্ড করেছে। ১৩ ডিসেম্বর ২০১৬ জাতিসংঘের আবহাওয়াবিষয়ক সংস্থা World Meteorological Organization (WMO) এ তথ্য জানায়। ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ গ্রেট ব্রিটেন এবং আইসল্যান্ডের দূরবর্তী মাঝামাঝি একটি জায়গায় স্বয়ংক্রিয় বয়ার মাধ্যমে ঢেউটি নির্ণয় করে WMO। ঐ এলাকা দিয়ে ৫০.৪ মাইল বেগে একটি শক্তিশালী বাতাস বয়ে যাওয়ার পরই ৬তলা ভবনের চেয়েও উঁচু ঐ ঢেউটির সৃষ্টি হয়। এর আগে সবচেয়ে উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় ২০০৭ সালের ডিসেম্বর। সেটি ছিল ৫৯.৯৬ ফুট উঁচু। সেটিও সৃষ্টি হয় উত্তর আটলান্টিকেই। তবে ঐ দুটি ঢেউয়ের চেয়েও উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হয়েছিল এ উত্তর আটলান্টিকেই। ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি জাহাজ থেকে উত্তর আটলান্টিকে ২৯.০৫ মিটার (৯৫.০৩ ফুট) উঁচু একটি ঢেউ দেখা যায়। তবে তার কোনো স্বীকৃতি না থাকায় ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ উত্তর আটলান্টিকে সৃষ্ট ১৯ মিটার উঁচু ঢেউটিই হলো বিশ্বের উচ্চতম ঢেউ।

ভূপৃষ্ঠে ৩০ ট্রিলিয়ন টন চাপ

ভূপৃষ্ঠকে প্রতিদিন ৩০ ট্রিলিয়ন টন ভরের চাপ সহ্য করতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এ তথ্যই দেন ইউনিভার্সিটি অব লেস্টারের ভূগোল বিষয়ক পণ্ডিতেরা। বিজ্ঞানীরা এ ওজনকে 'টেকনোস্পিয়ার' বলেছেন। প্রযুক্তির পরিভাষায় টেকনোস্পিয়ার হলো মানুষের তৈরি এমন জিনিস, যা মানুষের দৈনন্দিন বা সাময়িক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। আর মানুষের তৈরি এসব ব্যবহার্য উপকরণ পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিছিয়ে রাখা হলে পৃথিবীর প্রতি বর্গফুটে রাখা জিনিসগুলোর ওজন হবে ৫০ কেজি।

ঘরেই এইডস পরীক্ষা

'ওরাকুইক' নামে এক টেস্টকিট বাজারে এনেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, যা দিয়ে ঘরে বসেই পরীক্ষা করা যাবে মরণব্যাধি এইডস। এরই মধ্যে তাদের এ এইডস টেস্টকিট বাজারে ছাড়ার অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য ও ওষুধ কর্তৃপক্ষ (FDA)। ১৭ বছরের বেশি বয়সী যে কেউ অনুমোদিত ওষুধের দোকানগুলো থেকে এ টেস্টকিট কিনতে পারবেন। অন্যান্য টেস্টকিটের মতো এটিও কাজ করে খুব সহজাবে। কিটটি মুখের ভেতর নিয়ে প্রথমে নিজের লালায় কিছুক্ষণ রাখতে হবে। এরপর সেটি কিটের সাথে থাকা বোতলের তরল দ্রবণের মধ্যে ডোবাতে হবে। পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে সময় লাগবে ২০-৪০ মিনিট। এর মধ্যেই কিটটিতে যদি একটি দাগ ভেসে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে পরীক্ষাকারীর দেহে HIV নেই। কিন্তু যদি দুট দাগ দেখা যায়, তাহলেই তা বিপদের লক্ষণ।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

ছড়া-কবিতা

অমর আয়ু
শিখর চৌধুরী

দেখি তাকে,বেঞ্চে বসে থাকে একাকী, স্বপ্নিল দু'চোখ–
সকলের ভালোবাসা থেকে এক ক্রোশ দূরে
এ তার কেমন অবস্থান? কখনো কলম ধরে
কি সব লেখে , ইতস্তত করে মাথা ঝাকায়
কখনো বা মুচকি হাসে একাকী;
গিরিবাজ কবুতরটির চোখে আজও জ্বলে কারো
মুখচ্ছবি, চিন্তা করে আবিষ্ট চোখে তার
মরিয়া চাহনি।

চতুর্দিকে আজ অসহ্য অনুপস্থিতির সুর।
কুড়ে কুড়ে খায় আজ অভিশপ্ত মড়কের মতো
তা আরোও বিস্তৃত হয়। চোখে ওঠে ঢেউ
যার গর্জনে হিংস্র নেকড়েগুলি ভয় পেয়ে যায়
চারিদিকে ঝড়ো গর্জন ওঠে। পুনরায়
পূর্নিমা রাতের ভালোবাসা হয়ে ডাকে।

আর কতকাল অপেক্ষা করবে সে?
মাঝে-মধ্যে চরম লজ্জাবোধে মাথা হেট
হয়ে যায়।
বহুদিনতো কেটে গেল প্রতীক্ষার
জিকির করে। দুঃস্বপ্নের লোকান্তরে, যুগযুগান্তরে
তার ছায়া আজ সরে গেছে বহুদূরে
তবুও শেষ হয়না প্রতীক্ষা–
তবে কি ভালোবাসা পেয়েছে
তার কাঙ্খিত অমর আয়ু।

অভিযান
সাইমা আজিজ নওশীন

নতুন পথের যাত্রা পথিক
চালাও অভিযান,
উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত আজ
মানুষ মহীয়ান।

চারদিকে আজ ভীরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাই কি উজান?
পাতাল ফেলে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান।

সময় সাজের নাইরে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়
আজ বিপদে পরশ নেবো
নাঙ্গা আদুল গায়।

আসবে রণ সজ্জা কবে
সেই আশারই রইনি সবে,
রাত পোহাবে প্রভাত হবে
গাইবে পাখি গান।

সফটওয়্যার রপ্তানিতে রেকর্ড

দেশে তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী ৭ লাখ ৭০০ মিলিয়ন ডলার আয় পাঁচ বিলিয়ন ডলারের হাতছানি। তথ্যপ্রযুক্তিতে এগিয়ে চলা বাংলাদেশ এবার সফটওয়্যার রপ্তানিতে রেকর্ড করেছে। মধ্যম আয়ের দেশ গড়ার স্বপ্নে বিভোর বর্তমান সরকার ২০২১ সালে এ খাতে পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানির সম্ভাবনা দেখছে।

বিশ্বে এখন সফটওয়্যার খাতের কয়েক ট্রিলিয়ন ডলারের বাজার আছে। তবে বাংলাদেশ প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সফটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করছে বলে জানা গেছে।

সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (আইসিটি) এবং বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেসের (বেসিস) বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সফটওয়্যার পণ্য রপ্তানির কথা বলা হলেও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) পরিসংখ্যান বলছে ভিন্ন কথা। সংস্থাটির তথ্যে দেখা গেছে, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৫১ দশমিক ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সফটওয়্যার রপ্তানি করেছে বাংলাদেশ। এমন বাস্তবতায় সরকারের লক্ষ্য সফটওয়্যার রপ্তানি প্রসারিত করে ২০২১ সালে পাঁচ বিলিয়ন ডলারে উন্নীতকরণ। সরকারের এ লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের ইতিবাচক ব্র্যান্ডিং চান সফটওয়্যার রপ্তানিতে জড়িত উদ্যোক্তারা। তারা বলছেন, সফটওয়্যার রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা গেলেই ২০২১ সালে ৫ বিলিয়ন রপ্তানি আয় সম্ভব হবে। এ ক্ষেত্রে রপ্তানি বাজার তৈরিতে সরকারের বিনিয়োগও চান সংশ্লিষ্টরা।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ৭০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সফটওয়্যার রপ্তানি করেছে। বিশ্ববাজার একটি প্রতিযোগিতামূলক জায়গা। এখানে ব্র্যান্ডিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের প্রতিযোগী দেশগুলো তাদের ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে ব্যবহার করছে। ইন্টারনেট সেবার মূল্য বেশি হওয়ায় সফটওয়্যার শিল্পের প্রকৃত বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সফটওয়্যার কী : সফটওয়্যার হলো কিছু প্রোগ্রামের সমষ্টি, যা কম্পিউটারকে নির্দেশ করে কী করতে হবে আর কীভাবে করতে হবে। এক বা একাধিক লোক কোনো একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বা কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য সফটওয়্যার ব্যবহারযোগ্য করে তোলে। সফটওয়্যার ব্যবহারের বড় একটি উদ্দেশ্য হলো, কোনো প্রতিষ্ঠানের লোকবলকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নির্ভুল ও নিখুঁত তথ্য সর্বোচ্চ ত্বরিত গতিতে পাওয়া। সঙ্গে আছে তথ্য বা ডেটা সংরক্ষণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কম্পিউটার বিশেষজ্ঞরা সফটওয়্যারের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'আজ যদি মাইক্রোসফট অফিস না থাকত, তাহলে আপনাকে সেই পুরনো টাইপ রাইটারে সারা দিন ধরে কাজ করে এক পৃষ্ঠা প্রিন্ট দিতে হতো। কিন্তু মাইক্রোসফট অফিস এটিকে এখন এমন সাবলীল করে দিয়েছে, আপনি যখন-তখন শত শত পৃষ্ঠা প্রিন্ট ও টাইপ করতে পারবেন। অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সারা বছরের হিসাব-নিকাশের যে খতিয়ান, তা কয়েক মিনিটেই দিতে পারে এই সফটওয়্যার, যা হাতে-কলমে করতে অনেক সময় লাগবে। সব মিলিয়ে এক কথায় বলা যায়, আপনি সফটওয়্যার ছাড়া আধুনিক জীবনে প্রায় অচল। বর্তমানে প্রতিদিনকার জীবনযাপনে সফটওয়্যার আমাদের ঘিরে রেখেছে। দেশের তথ্যপ্রযুক্তিবিদরা জানিয়েছেন, বিশাল সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া আউটসোর্সিংও সফটওয়্যার রপ্তানির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আউটসোর্সিং কী : আউটসোর্সিং মানে বাইরের মাধ্যম থেকে কোনো কাজ বা তথ্য নিজের কাছে নিয়ে আসা বা নিজের কাজ বা তথ্য অন্যের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তুলনামূলক কম মূল্যে করিয়ে নেওয়া। শুধু ফ্রিলান্সিংকে এককভাবে আউটসোর্সিং বলা চলে না। স্থানীয় বা নিজ দেশের কাজকেও আউটসোর্সিং বলা যাবে না। বাংলাদেশ আউটসোর্সিংয়ে বর্তমানে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে জানিয়ে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, 'আমরা এ খাতে আরও এগিয়ে যাব। আগামীতে আউটসোর্সিংয়ের জন্য ৫০ হাজার ছেলে-মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা হবে।' দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের আয় পোশাকশিল্পকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

সরকারি তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে ৭ লাখ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী আছেন। এর মধ্যে ১ লাখ ২০ হাজার ও অন্যান্য খাতে ১ লাখ ৩০ হাজার মিলিয়ে মোট ২ লাখ ৫০ হাজার তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পেশাজীবী রয়েছে বলে জরিপ করে জানিয়েছে বেসিস। তবে ২০১৮ সালের মধ্যে দেশে ১০ লাখ তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবী তৈরির ঘোষণা দিয়েছে সরকার। এতে সরকারের চলমান উদ্যোগগুলো বাস্তবায়ন ও সামনের দিনগুলোতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এই ১০ লাখ পেশাজীবী তৈরি ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সম্ভব।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

খেলাধুলা

আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান মোস্তাফিজ

অভিষেকের পর থেকেই সাফল্যের আলোয় ভাসছেন মোস্তাফিজুর রহমান। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার দেড় বছরের মধ্যেই তিনি বিশ্বতারকা। তারই ধারাবাহিকতায় ‘কাটার মাস্টার’-এর মুকুটে যুক্ত হলো অর্জনের আরেকটি রঙিন পালক। ২০১৫-১৬ মৌসুমে আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার হয়েছেন বাংলাদেশের তরুণ বাঁহাতি পেসার। বাংলাদেশের হয়েই এই প্রথম কোনো ক্রিকেটার আইসিসির একটি বর্ষসেরা পুরস্কার জিতলেন।

২০১৫-১৬ মৌসুমে মোস্তাফিজুর রহমান খেলেছেন মাত্র ৩টি ওয়ানডে। এই তিন ওয়ানডেতে তাঁর উইকেট সংখ্যা ৮। টি-টোয়েন্টিতে তিনি নিজেকে নিয়ে গেছেন অন্য উচ্চতায়। ১০টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে তাঁর উইকেট ১৯টি।

প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আইসিসির বার্ষিক পুরস্কার জিতে আনন্দিত মোস্তাফিজ। এই মুহূর্তে জাতীয় দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সফররত মোস্তাফিজের কাছে এই পুরস্কার বছরের সেরা উপহার, ‘পুরস্কারটি এ বছরে আমার পাওয়া সেরা উপহার। এটা আমাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো করতে অনুপ্রাণিত করবে।’

আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মানের পুরস্কার জিতেছেন, এই খবরটি যখন মোস্তাফিজ পেয়েছেন, তার খানিক আগেই ওয়াঙ্গানুইর কোবহাম ওভালে নিউজিল্যান্ড একাদশের সঙ্গে বাংলাদেশের হয়ে ৫০ ওভারের একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে উঠেছেন। ম্যাচে বাংলাদেশ দল হেরে গেছে। কিন্তু হারের পর এই আনন্দ সংবাদটা ছুঁয়ে গেল মোস্তাফিজকে, ‘প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে এই পুরস্কার জিতে আমি গর্বিত ও আনন্দিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাটা তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য বিরাট স্বপ্ন। এটি আমার জন্যও স্বপ্ন পূরণ হওয়ার মতো ব্যাপার। আমাকে যাঁরা সহায়তা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। এই পুরস্কার আমাকে সামনে আরও ভালো করতে উৎসাহ জোগাবে।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের শেষ ওভারটির কথা কি ভোলা সম্ভব? পুরো বিশ্বকে স্তম্ভিত করে বেন স্টোকসের বলে টানা চারটি ছক্কা মেরেছিলেন কার্লোস ব্রাফেট। ১০ বলে ৩৪ রানের সেই ইনিংসটিই পেয়েছে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সেরা পারফরম্যান্সের পুরস্কার। তবে বছরজুড়েই অসাধারণ নৈপুণ্য দেখানো রবিচন্দ্রন অশ্বিন বর্ষসেরা ক্রিকেটার হিসেবে স্যার গারফিল্ড সোবার্স ট্রফি। টেস্টে ভারতকে অপরাজিত রাখা ও টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে তোলার বড় কৃতিত্ব এ অফ স্পিনারের। শচীন টেন্ডুলকার ও রাহুল দ্রাবিড়ের পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষ অলরাউন্ডার।

বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটারের পুরস্কার পেয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান কুইন্টন ডি কক। সহযোগী দেশগুলোর সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি পেয়েছেন আফগানিস্তানের উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ শেহজাদ। ‘স্পিরিট অব ক্রিকেট’ পুরস্কার পেয়েছেন পাকিস্তানের অধিনায়ক মিসবাহ-উল-হক। আর তিন বছর পর নতুন কেউ হলেন বর্ষসেরা আম্পায়ার, দক্ষিণ আফ্রিকান আম্পায়ার মারাইস ইরাসমাস। টানা তিন বছর এ পুরস্কারটি ছিল ইংলিশ আম্পায়ার রিচার্ড ক্যাটলবরোর অধিকারে।

আইসিসির বর্ষসেরা খেলোয়াড়দের নির্বাচিত করেছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটি কমিটি। আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর সাংবাদিকদের ভোটে নির্ধারিত হয়েছে বর্ষসেরার তালিকা।

■ **ক্রীড়া প্রতিবেদক, অগ্রদূত**

সঠিক সময়ে ডিনারের সুফল

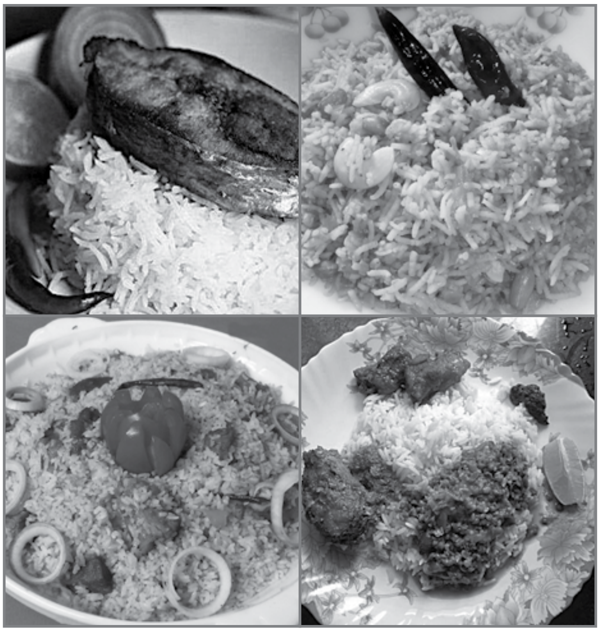

ডিনারের সঠিক সময় কোনটা? অনেকেই মাঝ রাতে ডিনার করেন। তবে ডাক্তাররা বলছেন, রাতের খাবারটা সূর্য ডোবার পরপরই সেরে ফেলা উত্তম।

কিন্তু কেন? আসুন জেনে নিই আগেভাগে ডিনারের কয়েকটি সুফল।

১) সারা দিনের শেষে ডিনারটাই মূলত শেষ খাওয়া। যদি সন্ধ্যাবেলাতেই ডিনার সেরে নেন, সেক্ষেত্রে হজমের জন্য যথেষ্ঠ সময় পাওয়া যায়। আর ওই খাবার শরীরে শক্তি তৈরি করে কিন্তু মেদ জমায় না। দেরি করে ডিনার করলে তা হজম না হয়ে শুধু শরীরের ওজনই বাড়াবে, ভাল কিছু করবে না।

২) সাধারণত দেখা যায় যারা দেরি করে রাতের খাবার খান, তাদের হজমের সমস্যা রয়েছে। সঙ্গে অ্যাসিডিটি। কিন্তু যদি আপনি রোজ রাতে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে নেন, তাহলে অবশ্যই আপনার হজমের সমস্যা থাকবে না। সঙ্গে কমে আসবে অ্যাসিডিটি সমস্যা।

৩) ডিনার যদি আগে করে নেন, তাহলে আপনার ঘুমও আসবে তাড়াতাড়ি। ঘুমের মানও ভাল হবে। কিন্তু দেরিতে ডিনার করলে, ঘুমও কম হবে। যেটুকু হবে তা নিরবচ্ছিন্ন হবে না।

৪) রাতে তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে যদি আপনি ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলেই ঘুম থেকে উঠতে পারবেনও ভোরে। এতে দিনের কাজগুলো শেষ করার যথেষ্ট সময় পাবেন। সেই সঙ্গে ইংরেজি প্রবাদ তো রয়েছেই- ‘Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise.’ একসঙ্গে প্রাতঃভ্রমনের সুযোগটাও পেয়ে যাবেন। আর জানেনই তো সকালে কোমল হাওয়া শরীরের স্ট্রেচ কমানোর পাশাপাশি নানা রোগ ব্যাধিও দূরে সরিয়ে দেয়।

■ অগ্রদূত ডেস্ক

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিভিশনে ‘অগ্রদূত অনুষ্ঠান’

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার বিকেল ৪টার সংবাদের পর নিয়মিতভাবে স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান ‘অগ্রদূত’ সম্প্রচারিত হচ্ছে। কাব, স্কাউট ও রোভারদের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। যে কোন স্কাউট গ্রুপ/ইউনিট অগ্রদূত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্র বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ইউনিটগুলো বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দপ্তর, ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-এই ঠিকানায় যোগযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

তবে মানসম্মত বিষয় বিবেচনা করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্কাউটিং-এর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করার সম্মিলিত প্রয়াসই হোক আমাদের অঙ্গীকার

মাইকেল ও কপোতাক্ষ নদ

ছোট বেলায় এক স্যারের কাছে শুনেছি "যশোর গেলাম আর যদি সাগরদাঁড়ী না গেলাম তাহলে যশোর যাওয়াই তো বৃথা"। যশোর গিয়ে কথাটা আমার মনে পড়ল এবং সাগরদাঁড়ী ঘুরে আসলাম।

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত কাব লিডার স্কিল কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য আমি যশোর যাই। কোর্সের সিডিউল খুবকড়া এটা আগে থেকেই জানা। যে কারণে পরিকল্পনা করেছি কোর্স শুরুর আগে থেকেই সাগরদাঁড়ী ঘুরে আসব। যে কথা সেই কাজ। আমি আর আমার এক সহকর্মী কোর্স শুরু হওয়ার ৬ ঘন্টা পূর্বেই যশোর, পুলের হাটে স্কাউট ট্রেনিং সেন্টারে রিপোর্ট করি। সকাল ৭.০০ টায় বেড়িয়ে পরলাম আমরা দু'জনে সাগরদাঁড়ীর উদ্দেশ্যে।

যে কেউ ঢাকা থেকে যশোর গেলেও একই রাস্তা সাগরদাঁড়ী যাওয়ার। যদি গাড়ীতে বা ট্রেনে যশোর আসা হয় তাহলে রিক্সা করে বাস টার্মিনাল যেতে হবে। ভাড়া ২৫-৩০ টাকার মত। বাস টার্মিনালে গিয়ে কেশবপুরের লোকাল গাড়ীর টিকেট কেটে (৪৫ টাকা) উঠে পড়তে হবে। গাড়ী ১ ঘন্টা ১০ মিনিট সময় নিয়ে মনিরামপুরর হয়ে কেশবপুর পৌছাঁবে। দেখা যাবে সাগরদাঁড়ী যাওয়ার রাস্তার মুখে সিং আকারে একট বড় গেট। গেটের ডান পাশটায় ফলকে মহাকবির ছবি বা-পশে তাঁর লেখা বিখ্যাত কবিতা। কেশবপুর পৌছাঁনোর পর নসিমন নামের এক ধরনের যানবাহন আছে যা সাগরদাঁড়ী যায়। এতে সময় বেশি রাগে। সবচেয়ে ভাল হয় মটর সাইকেলে। একটু দর কষাকষি করলে দু'জনে ৬০ টাকায় সাগরদাঁড়ী যাওয়া যাবে। এতে অনেক সময় বাচবে। এখানে মটর বাইক অনেকটা নিরাপদ কেননা বড় গাড়ী এ রাস্তায় তেমন একটা নেই। রাস্তাটাও তেমন প্রসস্ত নয়। ১৩ কিঃ মিঃ এই পথ কিছুদূর সোজা তারপর আবার সাপের মত আঁকা বাঁকা। কখনো মটর বাইকটা এল আকারে বাঁক নিবে। কেশবপুর থেকে সাগরদাঁড়ী পুরো পথটাই উপভোগ করার মতো। রাস্তার দু'পাশে দেখা যায়, চাষীরা কাজ করছে। বাঁশের ঝার ছায়া পথ। মাঝে কিছুদূর লাল ইট বিছানো রাস্তা। ছোট ছোট বাজার পড়বে মাঝে মাঝে। মনে হবে মটর বাইকটা থামিয়ে এক কাপ চা খেয়ে যাই টালির তৈরি চালার দোকানে। রাস্তার পাশের বাড়ি গুলোর অনেক ঘরে দেখা যাবে টালির তৈরী চালা। কখনও দেখা যাবে মাটির দেয়ালের ঘর। যা মনে করিয়ে দিবে যশোর কিংবা দেশের পশ্চিম অঞ্চলের পরিবেশের একটা অংশ। এখানে ঢাকা শহরের মত বড় বড় দালান নেই, নেই যানজট অহরহ দূর্ঘটনা। এপথ যানজট মুক্ত ছায়া-সুনিবির। হয়তো মটর বাইক মোড় ঘুরতে বাঁক নেওয়ায় শরীরে গতির জড়তা কাজ করবে মাত্র।

সাগরদাঁড়ী পৌছালেই দেখা যাবে ছোট একটি বাজার তার বামে পুকুর পাড়েই হলুদ রঙে মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাড়ী। ১৫ টাকায় টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়বে পুকুর পাড়ে বড় করে লেখা "দাঁড়াও, পথিক-বর জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল!..... সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে জন্মভূমি.."। বড় বড় গাছ ছায়া দিয়ে রাখছে জায়গাটি। পুকুর পাড়ে ঘাটলায় দু'দন্ড বসতে ইচ্ছে করবে। ঘাটলার পাশে লেখা আছে পুকুরে গোসল করা নিষেধ। ছোট একটা নেম প্লেটে লেখা "এ জায়গাটি ২০০৮ সালে দখল মুক্ত করা হয়েছে"। তার মানে মহাকবির এই জন্মভূমিটি অন্যদের দখলে ছিল অনেকটা। মূল বাড়িটিতে দূর্গাপূজা হতো, এখনো হয় তবে সবসময় মূর্তি থাকে না। ২০০৮ সালের পূর্বে বাড়িটিতে সরকারী (পোষ্ট) অফিস ছিল যা আজ দখল মুক্ত হয়ে জনসাধারণের জন্য যাদুঘরে পরিনত। কিন্ত পনের টাকা দিয়ে ঢুকে হতাশ হতে হবে। সংগ্রহশালা বলতে কিছুই নেই। কবির ব্যবহারের কিছু জিনিস আছে যা অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আছে ছবি যা কবির জীবন প্রণালীর বর্ণনা দেয়া।

■ চলবে...

■ লেখক: মতুরাম চৌধুরী
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশ

০৪.১২.২০১৬ ॥ রবিবার

– দশম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন শুরু হয়।

– বাংলাদেশের প্রধান অপারেশনাল বিমানঘাঁটি 'বঙ্গবন্ধু'-কে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করা হয়।

০৬.১২.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– দেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প' ECNEC-এর অনুমোদিত হয়।

০৭.১২.২০১৬ ॥ বুধবার

– প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের কাঁধে-পিঠে কোনো ধরনের বইয়ের ব্যাগ চাপানোর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করে হাইকোর্ট।

– গভীর সমুদ্রে ১২ নম্বর ব্লকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি দাইয়ু করপোরেশনের সাথে উৎপাদন অংশীদারিত্ব চুক্তি (PSC) অনুস্বাক্ষর করে পেট্রোবাংলা।

০৮.১২.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– জাতীয় সংসদে 'পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকে (সংশোধন) বিল ২০১৬' পাস হয়।

– দশম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

১০.১২.২০১৬ ॥ শনিবার

– সারাদেশে জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইন-এর ২য় রাউন্ড পালিত হয়।

১৩.১২.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) পালিত হয়।

১৪.১২.২০১৬ ॥ বুধবার

– ৪০০ কেভি ভোল্টেজের প্রথম বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন চালু হয়।

১৬.১২.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– মহান বিজয় দিবস উদযাপিত।

১৯.১২.২০১৬ ॥ সোমবার

– জাতীয় ওষুধনীতি ২০১৬-এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদন।

২০.১২.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– ঢাকা-পায়রা বন্দর রেলপথ নির্মাণের লক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও যুক্তরাজ্যের ডিপি রেল লিমিটেড।

২২.১২.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন (নাসিক) নির্বাচন অনুষ্ঠিত এবং টানা দ্বিতীয়বারের মতো মেয়র নির্বাচিত হন ড. সেলিনা হায়াৎ আইভী।

– সমুদ্রে মাছের পরিমাণ জানতে জরিপ শুরু করে জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী'।

২৯.১২.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) এবং প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা ফল প্রকাশ হয়।

বিদেশ

০১.১২.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– গাম্বিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

– আনুষ্ঠানিকভাবে থাই রাজা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করেন যুবরাজ মহা ভাজিরালংকর্ন।

০২.১২.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– MERCOSUR'র গণতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগে সংস্থায় ভেনিজুয়েলার সদস্যপদ স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থার চার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ।

০৮.১২.২০১৬ ॥ বৃহস্পতিবার

– ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের 'বড় প্রতিরক্ষা অংশীদার' করার ঘোষণা দিয়ে মার্কিন সিনেটে একটি প্রতিরক্ষা বিল অনুমোদন।

০৯.১২.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– দুর্নীতির অভিযোগ দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট পার্ক জিউন হাইকে অভিশংসনের পক্ষে রায় দেন দেশটির পার্লামেন্ট সদস্যরা।

১১.১২.২০১৬ ॥ রবিবার

– ভয়াবহ মূল্যস্ফীতিতে জর্জরিত দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনিজুয়েলা দেশটির সবচেয়ে বড় ব্যাংক নোট ১০০ বলিভার বাতিল করে।

১২.১২.২০১৬ ॥ সোমবার

– EU-কিউবার মধ্যে 'রাজনৈতিক সংলাপ ও সহযোগিতা' বিষয়ক ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২০.১২.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– মেক্সিকোর বৃহত্তম আতশবাজির বাজারে ভয়াবহ বিস্ফোরণে বহু হতাহত।

২০.১২.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– আফ্রিকার দ্বীপরাষ্ট্র সাওটোমে অ্যান্ড প্রিন্সিপে তাইওয়ানের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

২৩.১২.২০১৬ ॥ শুক্রবার

– ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে দখলকৃত ভূখণ্ডে ইসরাইলি অবৈধ বসতি স্থাপন বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস হয়।

– জতিসংঘের সাধারণ পরিষদে জাতিসংঘ 'টেকনোলজি ব্যাংক' পরিচালনার খসড়া সনদ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত।

২৬.১২.২০১৬ ॥ সোমবার

– 'অগ্নি-৫' নামের সবচেয়ে আধুনিক দূরপাল্লার আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করে ভারত।

২৭.১২.২০১৬ ॥ মঙ্গলবার

– কিউবার প্রয়াত নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর কোনো স্মারক মূর্তি বা তার নামে কোনো স্থানের নামকরণের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে একটি আইন পাস করে দেশটির জাতীয় আইন পরিষদ।

১৯.০৯.২০১৬ ॥ সোমবার

– জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭১তম অধিবেশনে মহাসচিব হিসেবে শেষ ভাষণ দেন মহাসচিব বান কি মুন।

■ সংকলক: তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

যন্ত্রে উদ্ধার মনের কথা

যন্ত্রের মাধ্যমেই জানা সম্ভব হবে কারও মনের কথা। কারণ প্রথমবারের মতো বিজ্ঞানীরা যন্ত্র ব্যবহারে উদ্ধার করতে সক্ষম হন মানুষের মনের কথা। যুগান্তকারী এ উদ্ভাবনের কৃতিত্ব যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়ো-মেডিকেল ইমেজিং অ্যান্ড বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের (NIBIB) গবেষকদের। ফাস্ট ফাংশনাল ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং বা ফাস্ট এফএমআরআই নামে এক প্রযুক্তির সাহায্যে মস্তিষ্কের ছবি তুলে তারা মানুষের মনের কথা উদ্ধার করতে সক্ষম হন।

উড়ন্ত রোবট অ্যাম্বুলেন্স

বিপন্ন মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেবে উড়ন্ত রোবট অ্যাম্বুলেন্স 'আফরা'। রণক্ষেত্র অথবা ভয়াবহ ভূমিকম্প, বন্যা, সাইক্লোন, টর্নেডো, সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মুশকিলের আসান হবে এ রোবটিক অ্যাম্বুলেন্স। এটি অসহায় মানুষের অনুসন্ধান করবে আর তাদের হাতে ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেবে। এটি কোনো মানুষ চালাবে না। চালাবে সর্বাধুনিক একটি রোবট। এর নির্মাতা ইসরাইলি সংস্থা 'আরবান অ্যারোনটিক্স'। ১ ডিসেম্বর ২০১৬ 'আফরা'র প্রথম পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন হয় তেল আবিবে। ফ্লাইং রোবটিক অ্যাম্বুলেন্সটির নাম দেয়া হয় 'করমোর‌্যান্ট'। আগে এর নাম দেয়া হয়েছিল 'এয়ারমিউল', যাতে মডেলটিতে পাইলট বসার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। নতুন 'করমোর‌্যান্ট' মডেলটিতে সেই ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

দ্রুতগতির সুপার কম্পিউটার

গতির বিচারে বিশ্বের শীর্ষ ১০ সুপার কম্পিউটারের দুটি চীনে, চারটি যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত। বাকি চারটির মধ্যে জাপান, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও সৌদি আরবে একটি করে আছে। বর্তমানে সবচেয়ে দ্রুতগতির সুপার কম্পিউটারের খেতাব চীনের সানওয়ে তাইহুলাইটের। এর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৯৩ পেটাফ্লপ (১ পেটাফ্লপ = ১০০০ টেরাফ্লপ/১০ লাখ গিগাফ্লপ)। সুপার কম্পিউটারের ক্ষেত্রে চীনকে পেছনে ফেলতে জাপান তৈরি করছে ১৩০ পেটাফ্লপ গতির সুপার কম্পিউটার, যা সেকেন্ডে ১৩০ কোয়াড্রিলিয়ন হিসাব সম্পন্ন করতে পারবে। ২০১৭ সালে জাপানের এ সুপার কম্পিউটারটি দেশটির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে স্থাপন করা হবে। এ সুপার কম্পিউটার ব্যবহার করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নতি করা যাবে।

ভাষা বদলে দেয় মেগাফোন

জাপানি প্রযুক্তিতে জায়ান্ট প্যানাসনিক বিস্ময়কর এক মেগাফোন তৈরি করেছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাষা রূপান্তর করতে সক্ষম। প্রাথমিকভাবে জাপানি ভাষাকে ইংরেজি, চীনা ও কোরিয়ান ভাষায় রূপান্তর করা যাবে। তবে প্রয়োজন অনুসারে অন্য ভাষাও রূপান্তরের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। জাপানি ভাষায় যন্ত্রটিকে বলা হচ্ছে 'মেগাহোনিয়াকু' যার অর্থ মেগাফোন। প্যানাসনিক আনুষ্ঠানিকভাবে এটি বাজারে ছাড়ে ২০ ডিসেম্বর ২০১৬।

আবর্জনা সরাতে জাপানের মহাকাশযান

পৃথিবীর কক্ষপথে পুরনো কৃত্রিম উপগ্রহের পরিত্যক্ত সরঞ্জাম রকেটের টুকরো এবং অন্যান্য সরঞ্জামসহ প্রায় ১০ কোটি টুকরা মহাকাশ বর্জ্য রয়েছে। ১৯৫৭ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ স্থাপনের পর থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে মহাকাশ অভিযানে বর্জ্যগুলো কক্ষপথে থেকে যায়। এসব বস্তু অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পৃথিবীর কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। এগুলোর কোনো কোনোটির গতি ঘন্টায় ২৮ হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত। এসব বর্জ্য ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। পাশাপাশি বিশ্বের টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের ক্ষতি করতে পারে।

মহাকাশ বর্জ্য থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং মহাকাশকে নিরাপদ করে তুলতে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে সম্প্রতি একটি স্বয়ংক্রিয় কার্গো মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করে জাপান। এটির নাম দেয়া হয় Stork (সারস পাখি), যা জাপানি ভাষায় 'কোনোতোরি'। মহাকাশযানটি অ্যালুমিনিয়াম এবং স্টিলের তার দিয়ে তৈরি। ৭০০ মিটার লম্বা একটি শেকলের সাহায্যে মহাকাশে থাকা আবর্জনার গতি স্তিমিত করে এ যানটি কক্ষপথ থেকে আবর্জনা সরিয়ে দেবে।

চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল গ্রহাণু

চাঁদের চেয়েও বেশি উজ্জ্বল ও ঝকঝকে গ্রহাণুর (Asteroid) সন্ধান পাওয়া গেছে। অধুনা আমেরিকা অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লুনার অ্যান্ড প্ল্যানেটরি ল্যাবরেটরির সহকারী অধ্যাপক ভারতীয় বিজ্ঞানী বিষ্ণু রেড্ডি কর্তৃক আবিষ্কৃত এ গ্রহাণুর নাম 2015-TC25। আমাদের পৃথিবী থেকে মাত্র ৮০ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত এ গ্রহাণুটির এখন এখন পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যে ১৫ হাজার 'নিয়ার আর্থ অবজেক্ট'-এর হদিস মিলেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট। এর ব্যাস মাত্র ৬ ফুট। এছাড়া এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত গ্রহানুদের মধ্যে এটি উজ্জ্বলতম। চাঁদ যেখানে মাত্র ১২% সূর্যালোককে প্রতিফলিত করতে পারে, সেখানে এ গ্রহাণুটি ৬০% সূর্যালোককে প্রতিফলিত করতে পারে।

গ্রহের চারপাশে মণিমাণিক্য

আমাদের সৌরমণ্ডল থেকে ১,০৪০ আলোকবর্ষ দূরে চুনি, পান্না, নীলকান্ত মণিতে ভরা ঘন, পুরু মেঘে ঢাকা এক গ্রহের সন্ধান পান জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। নাসার কেপলার স্পেস টেলিস্কোপে ধরা পড়া এ গ্রহটির নাম 'এইচএটি (হ্যাট)-পি-সেভেন বি'। এটি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতির চেয়েও প্রায় ৪০ গুণ বড় এবং পৃথিবীর চেয়ে কম করে হলেও ৫০০ গুণ ভারী। 'সূর্য'কে প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে মাত্র ২ দিন ৫ ঘন্টা। গ্রহটির যে পিঠটি সব সময় তার সূর্যের দিকে 'বুক পেতে রেখেছে', তার তাপমাত্রা অন্তত ২,৮৬০ কেলভিন বা ৪,৬৮৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর উদ্বোধন করবেন

বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতি চার বছর অন্তর ১৭-২৫ বছর বয়সী রোভার স্কাউটদের সর্ববৃহৎ সমাবেশ "জাতীয় রোভার মুট" আয়োজন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আগামী ২৫-৩১ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ একাদশ জাতীয় রোভার মুট আয়োজন করা হয়েছে। রোভার স্কাউট ছেলে মেয়েদের বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিস্থল পরিদর্শন, শ্রদ্ধা নিবেদন ও বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস জানার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে একাদশ জাতীয় রোভার মুটের স্থান গোপালগঞ্জ জেলায় নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত রোভার মুটে সার্কভুক্ত দেশসহ এশিয়া প্যাসিফিক স্কাউট অঞ্চলের বিভিন্ন দেশ ও দেশের অভ্যন্তর থেকে প্রায় ১০,০০০ রোভার স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আগামী ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একাদশ জাতীয় রোভার মুটের শুভ উদ্বোধন করতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। রোভার মুটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ ও দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

একাদশ জাতীয় রোভার মুট এর পূর্ব প্রস্তুতির অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনার জন্য একাদশ জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটির ৬ষ্ঠ সভা ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখ, সকাল ১১.০০ টায়, জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ, গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এবং সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ শাহ কামাল। সভায় প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভিন্ন পরামর্শ দেন ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস। সভায় সাংগঠনিক কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, জেলা প্রশাসক,গোপালগঞ্জসহ জেলার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধবতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগকালীন করণীয় ও দ্রুত সাড়াদান বিষয়ক কোর্স

৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে শামস হলে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগের পরিচালনায়, ইউএনডিপি-বাংলাদেশ এর আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটিজ (ইআরএফ) প্রজেক্টের আর্থিক সহায়তায় দুর্যোগকালীন করণীয় ও দ্রুত সাড়াদান কোর্সের কোর্স লিডারদের রিফ্রেসার্স কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়। কোর্সে ৩০ জন কোর্স লিডার অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এবং সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ শাহ কামাল। কোর্সে রিসোর্স পার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন) এবং যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনাব মোঃ মোহসীন। জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মলয় চাকী, কনসালটেন্ট, ইউএনডিপি এবং জনাব সালমা পারভীন, ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজিস্ট।

জাতির পিতার সমাধিতে প্রধান জাতীয় কমিশনার এর শ্রদ্ধাঞ্জলি

২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। তিনি জাতির পিতা ও তাঁর পরিবার পরিজনের রুহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়া করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন।

এ সময় প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সাথে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান, জাতীয় কমিশনার (আইসিটি), বাংলাদেশ স্কাউটস ও চেয়ারম্যান (সচিব), ভূমি সংস্কার বোর্ড, জনাব মোঃ শাহ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আবদুল হক, জাতীয় কমিশনার (গবেষনা ও মূল্যায়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস, ড. শরীফ আশরাফুজ্জামান, জাতীয় কমিশনার (বিধি), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মো ঃ ফারুক জলিল, অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, পরিবহন কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) ও জাতীয় উপ কমিশনার (মেম্বারশীপ রেজিষ্ট্রেশন), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোঃ মোহসীন, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং যুগ্ম সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় উপ কমিশনার (আন্তর্জাতিক), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস, জনাব মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান সরকার, জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ, পুলিশ সুপার, গোপালগঞ্জ, মীর্জা আলী আশরাফ, উপ সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়।

বি পি'র বাণী

তোমাদের সব সময় নিজের ওপর নির্ভর করার চেষ্টা করা উচিত। অন্যেরা তোমার জন্য কী করতে পারে, তার ওপর নয়। নিজের ডিঙি নিজেই বেয়ে যাও।

বকশীগঞ্জ উপজেলায় ৫৫৬তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স

ছবিতে অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকবৃন্দ

বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চলের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, বকশীগঞ্জ উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ২৬-৩০ অক্টোবর ২০১৬ চন্দ্রাবাজ রশিদা বেগম স্কুল এন্ড কলেজ, বকশীগঞ্জ, জামালপুরে ৫৫৬তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে বকশীগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং ময়মনসিংহ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের রোভার স্কাউট সহ সর্বমোট ৪৮ জন অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে কোর্স লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ আকতার হোসেন এএলটি, সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর। কোর্সটি পরিদর্শন করেন এবং মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন খান, জেলা প্রশাসক, জামালপুর। বকশীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ আবু হাসান সিদ্দিক প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৬টি তাঁবুর ব্যবস্থা করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীগণ দিনব্যাপী তাঁবুতে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন, যা সকলকে উৎসাহিত করেছে এবং কাব বেসিক কোর্সে ভিন্নমাত্রা যুক্ত হয়েছে। কোর্সটি বাস্তবায়নে সার্বিক সমন্বয় করেন স্কাউটার মোঃ বরকত আলী, সিএএলটি, উপজেলা কাব লিডার, বাংলাদেশ স্কাউটস, বকশীগঞ্জ উপজেলা।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আকতার হোসেন
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

রাজশাহী অঞ্চল

সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের ৪৫তম কার্যনির্বাহী কমিটির সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস, সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকার সভাপতিত্বে ১৯ অক্টোবর ২০১৬ শহীদ শামসুদ্দিন সম্মেলন কক্ষ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কার্য নির্বাহী সভার উদ্বোধন করেন জেলা স্কাউটসের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা। কার্যনির্বাহী সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব সরকার ছানোয়ার হোসেন এলটি, সম্পাদক জনাব আবু তাহের মিয়া এলটি, বাংলাদেশ স্কাউটস সিরাজগঞ্জ-পাবনা জোনের সহকারি পরিচালক জনাব রাসেল আহমেদ, সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউট লিডার জনাব মোঃ খালেকুজ্জামান খান (এএলটি), সিরাজগঞ্জ জেলার যুগ্ম সম্পাদক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ (উডব্যাজার)। সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটসের সম্পাদক আবু তাহের মিয়া এর উপস্থানায় পরিচিতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জেলা নির্বাহী কমিটির সভা আরম্ভ করা হয়। জেলা সম্পাদক পূর্বের সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং আলোচনান্তে তা অনুমোদন করা হয়। অতঃপর জেলা স্কাউটসের বিগত ২০১৫-১৬ বছরের অডিট অনুমোদন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয় এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি গঠন করা হয়। ২০১৬-১৭ সালের জেলা, উপজেলার ক্যালেন্ডার অনুমোদন করা হয়। অতঃপর জেলা প্রশাসক মহোদয় জেলা স্কাউটস এর কর্মকর্তাদের জেলা স্কাউটসের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রশিক্ষন ও সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম হাতে নিয়ে কাজ করার পরামর্শ প্রদান করেন এবং সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন। আর কোনো আলোচনা না থাকায় জেলা প্রশাসক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন ।

৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প ২০১৬ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের উদ্যোগে আঞ্চলিক ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। ২ ডিসেম্বর, ২০১৬ শুক্রবার সকালে নগরীর স্কাউট ভবনে আয়োজিত কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারাকা পাওয়ার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনার পরিচালক গোলাম রব্বানী চৌধুরী। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর চাহিদা সামনে রেখে বাংলাদেশেও ভবিষ্যৎ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের এ ক্ষেত্রে সাশ্রয়ী ও মিতব্যয়িতা অলম্বন করে সময়ের চাহিদা পূরণে এগিয়ে যেতে হবে। তা বাস্তবায়নে স্কাউটসরা জনসচেতনতায় ভূমিকা রাখতে পারে।

আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (স্পেশাল ইভেন্টস) প্রমথ সরকারের সভাপতিত্বে ও সহকারী পরিচালক (কাব) মোঃ আনোয়ার হোসেনের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন স্কাউট ও সিলেট মহানগর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদ উদ্দিন। স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক কমিশনার মুবিন আহমদ জায়গীরদার। রির্সোস পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক ও বাংলাদেশ স্কাউটসের 'শতাব্দী ভবন' প্রজেক্টের পরিচালক আবু মোতালেব খান এলটি, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আব্দুল কাদির, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, সিলেটের জিএম সুজিত কুমার বিশ্বাস, বন্ধু চুলা সিলেটের রিজিওন্যাল ম্যানেজার খন্দকার রফিকুল ইসলাম, আঞ্চলিক পরিচালক উনুচিং মারমা এলটি।

স্কাউটার আব্দুল কাদিরের কোরআন তেলাওয়াত ও সিতাংশু বিশ্বাসের গীতা পাঠের ম্যাধমের সূচীত ওরিয়েন্টেশন কোর্সে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ স্কাউটস, সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক মোঃ মহিউল ইসলাম মুমিত। ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সিলেট অঞ্চলের ৫টি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদকসহ ৩৭টি উপজেলা স্কাটউটসের সম্পাদক, স্কাউট লিডার ও তাদের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

■ **খবর প্রেরক:** খন্দকার মোহাম্মদ শাহনুর
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, সিলেট

কুমিল্লা অঞ্চলে ৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প-২০১৬ এর টিওটি কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, লালমাই, কুমিল্লায় ৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প-২০১৬ এর আঞ্চলিক পর্যায়ের ট্রেনিং অব দ্যা ট্রেইনার্স (টিওটি) কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কোর্সে কোর্স লিডার ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের কমিশনার মোঃ মফিজুল ইসলাম সরকার। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চলের উপ-পরিচালক ফারুক আহাম্মদ, বাংলাদেশ স্কাউটস এর কর্মকর্তা মোঃ মহসীন, আঞ্চলিক সম্পাদক আবদুল আউয়াল ভূইয়া, কেরামত আলী, আবু নোমান সরকার (এলটি), বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা জেলা রোভারের সম্পাদক অধ্যাপক ডা. মোঃ আবু তাহের, কুমিল্লা জেলা স্কাউটস এর কমিশনার একেএম জাহাঙ্গীর আলম, বিদ্যুৎ বিভাগের নির্বাহী কর্মকর্তা, বন্ধু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর জেলা কর্মকর্তা ও জেলা রোভারের সদস্য মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম (শুভ)। কোর্সে ৬টি জেলার সকল উপজেলা থেকে স্কাউটারগণ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপের দীক্ষা

নওগাঁর বদলগাছীতে বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার স্কাউট দলের দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার দলের উদ্যোগে ০৫ হতে ০৭ ডিসেম্বর তিন দিন ব্যাপি ১৯তম বার্ষিক তাঁবুবাসের সমাপনী দিনে এই দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁবুবাসের রোভারিং এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সকালের বিপি'র পিটি, তাঁবু কলা, প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম, হাইকিং ও মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও বিশেষ সেশনে আচার-আচরণ, উপস্থাপনা, তথ্য-প্রযুক্তি, ফটোগ্রাফি, সংবাদ লিখন ও ফিচার লিখন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

তাঁবুবাসের মহা তাঁবুজলসা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু সরকারি মহাবিদ্যালয় রোভার গ্রুপের সভাপতি ও অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. হামিদুর রহমান, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বদলগাছী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. হুসাইন শওকত, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপের সহ: সভাপতি ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. একরামুল হক, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রফেসর এস.এম. ইউনুছার রহমান, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক মো. মাহবুবুর রহমান, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাল্গুনী রানী চক্রবর্তী, শিক্ষক পরিষদের সহঃ সম্পাদক মো. নাসিম আলম, সম্পাদক মো. গোলাম মোস্তফা, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান স.ম. ফজলুল হক বাচ্চু, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. জলাল উদ্দীন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সম্পাদক মো. আবু খালেদ বুলু, উপজেলা আওমীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. গোলাম সাকলাইন সুবেল, সংগঠক মো. আজাহার আলী, সাবেক সিনিয়র রোভার মেট মো. আরমান হোসেন ও উদয় চন্দ্র মন্ডল, রথীন চক্রবর্তী সহ গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তাঁবুবাসে গ্রুপের মূখপত্র অগ্রগামী'র ৩য় সংখ্যা প্রকাশ করা হয়। তাঁবু জলসায় রোভার গ্রুপ ও সেচ্ছাসেবী সংগঠন আলোর সন্ধানে এর সম্মিলিত প্রয়াসে শতাধিক শীতার্তের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাঁবুবাসে ৩৫ জন রোভার সদস্য অংশগ্রহণ করে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আরমান হোসেন
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, নওগাঁ

"ফেনী জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং কার্যক্রম দেখতে চাই"

২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ বাংলাদেশ স্কাউট কুমিল্লা অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ও সোনাগাজী উপজেলা স্কাউটের আয়োজনে সোনাগাজী বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে স্কাউট ও কাব স্কাউট সভাপতিদের (প্রতিষ্ঠান প্রধান) ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্স উপজেলার ১৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করে।

উক্ত কোর্সে সমাপনী ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমিন উল আহসান জেলা প্রশাসক ফেনী। উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি ও সোনাগাজী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মিনহাজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান জেড এম কামরুল আনাম, পৌরসভার মেয়র এডভোকেট রফিকুল ইসলাম খোকন, স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফারুক আহমেদ উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউট কুমিল্লা অঞ্চল। অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আল মমিন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ নুর নবী, সোনাগাজী সদর ইউপি চেয়ারম্যান শামছুল আরেফিন এবংউপজেলা স্কাউট কমিশনার সুনীল চন্দ্র রায় প্রমূখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা সম্পাদক বেলাল হোসেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য বলেন, ফেনী জেলার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউটিং কার্যক্রম দেখতে চাই। যারা আগামীতে সুন্দর সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। শিক্ষক থেকে শুরু করে যে যেই অবস্থানে থাকি না কেন, দেশ ও সমাজের প্রতি আমাদের সবার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ যেন মাথা ছড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে ব্যাপারে স্কাউটদের সজাগ থাকতে হবে। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে স্কাউট সদস্যরা সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক ক্যাম্প

দিনাজপুর জেলা ইয়ুথ ফোরাম ও উপস্থিত বক্তৃতা কোর্স ও ৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। ২য় ইয়ুথ ফোরাম ও উপস্থিত বক্তৃতা কোর্সে এবং ৫ম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীর খায়রুল আলম জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর ও সভাপতি বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর জেলা রোভার। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতি বলেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্প আয়োজন বাংলাদেশ সরকারের মহৎ উদ্যোগ। এর ফলে দেশে বিদ্যুৎ এর সঠিক ব্যবহার হবে, অপচয় কমে যাবে। দিনাজপুর জেলা ও দিনাজপুর জেলার ১৩ থানা সহ একসাথে বাংলাদেশে ৬০০ জায়গায় ক্যাম্প হচ্ছে। স্কাউটরা সমাজ সেবা, দেশের সেবা করে আসছে তাই বাংলাদেশ সরকার এই স্কাউটদের বেছে নিয়েছে, সম্ভাবনার দুয়ার খুলে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ-এর সঠিক প্রয়োগের ফলে রূপকল্প ২১ বাস্তবায়ন সম্ভব। সম্মানিত জেলা প্রশাসক ৫ম বিদ্যুৎ ও জ্বালানী ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন করেন। আরো উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারুল কাদির জুয়েল, মোঃ মোজাহার আলী, মোঃ জহুরুল হক, সম্পাদক দিনাজপুর জেলা রোভার ও সভাপতিত্ব করেন মোঃ খালেকুজ্জামান অধ্যক্ষ আদর্শ মহাবিদ্যালয় ও সাবেক কমিশনার দিনাজপুর জেলা রোভার। মহা তাঁবু জলসা ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোঃ গোলাম রাব্বী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)।

■ খবর প্রেরক: মোঃ মামুনুর রশীদ
জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি

আইডিয়াল ওপেনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা'র উদ্যোগে ০৯-১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ 'ফ্রি সুন্নাতে খাৎনা'-এর আয়োজন করা হয়। রাজধানীর যাত্রাবাড়ির সিটি হার্ট হসপিটাল এন্ড ডায়াগোনস্টিক সেন্টারে সমাজ সেবামূলক এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ১০-১৬ বছর বসের ২৩ জন দরিদ্র শিশু-কিশোরের সুন্নাতে খাৎনা বিনামূল্যে করানো হয়। যার ব্যয়ভার বহন করে আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ। উল্লেখ্য যে ৩৫ বছরের একজন নব-মুসলিমেরও খাৎনা করানো হয়। সমাপনি অনুষ্ঠানে দলের সভাপতি, আফজাল হোসেন সিটি হার্ট হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. আতিকুর রহমান সরকার ও পরিচালক মোহাম্মদ আফরোজ সরকার-এর নিকট অর্থ হস্তান্তর করেন এবং এই কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদনের জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ দেন। দলের কোষাধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মহসিন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর সভাপতি মো. আবুল কালাম আজাদ (প্রতিষ্ঠাতা এসআরএম, আইডিয়াল ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ) দলের এ ধরণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে এ ধরনের সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

নভেম্বরের গ্রুপ কমিটির সভায় দলের সভাপতি জনাব আফজাল হোসেন এর সভাপতিত্বে উপস্থিত দলের গ্রুপ কমিটির কোষাধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ মহসিন (জাতীয় কমিশনার, প্রশিক্ষণ), সম্পাদক মনিরুল ইসলাম চৌধুরী (রিয়াজ), সিনিয়র সদস্য জনাব মোঃ ইশতিয়াক হোসেন (পাশা), সদস্য আকমল হোসেন, যুগ্ম-সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভার, জনাব তৌহিদুজ্জামান নিপু (আরএসএল) ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে 'ফ্রি সুন্নাতে খাৎনা' কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়। সভায় বিগত বছরে জামালপুরের চরাঞ্চলে ২০০-টি কম্বল বিতরণ সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সম্পাদক, মনিরুল ইসলাম চৌধুরী (রিয়াজ), সদস্য আকমল হোসেনকে ধন্যবাদ দেয়া হয়। ভবিষ্যতে এধরণের সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জামালপুর জেলায় রোভার মেট কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলা রোভারের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজে ০৩ থেকে ০৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ১৬তম রোভার মেট কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ০৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ কোর্সটির মহাতাঁবু জলসা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মহাতাঁবু জলসা উদ্বোধন করেন সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মুজাহিদ বিল্লাহ ফারুকী। তিনি বলেন যে, রোভার স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজেদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় এবং সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধে স্কাউট আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মির্জা আজম কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, যমুনা সরকাখানা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মোঃ আশরাফুল ইসলাম, জামালপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ ড. প্রকৌশলী মোঃ মনিরুজ্জামান, বেলটিয়া কামিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মোঃ রেজাউল করিম, জেলা রোভারের সম্পাদক আলহাজ্ব আলী আকবর ফকীর প্রমুখ। কোর্সে জামালপুর জেলার বিভিন্ন কলেজ ও মাদ্রাসা থেকে ১৭ জন গার্ল-ইন রোভার সহ মোট ৫৫ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। কর্মকর্তাগণ তাঁদের আলোচনায় বলেন যে, বিগত কয়েক বছরে জামালপুর জেলা রোভারের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- রোভার মুট, ওরিয়েন্টেশন কোর্স, বেসিক কোর্স, বিদ্যুৎ ক্যাম্প ইত্যাদি অধিকহারে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং এর ফলে জামালপুর জেলা রোভারের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল হয়েছে। জেলার সকল কলেজ ও মাদ্রাসায় রোভার স্কাউট দলের ক্রুমিটিং কার্যকরভাবে পরিচালনায় রোভার মেটদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রোভার মেট কোর্স আয়োজন করা হয়। ১৬তম রোভার মেট কোর্সে কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের সহকারী অধ্যাপক স্কাউটার মোঃ আব্দুল্লাহ আল জাবের। কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ রুহুল ফোরকান উডব্যাজার, জামালপুর জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ স্কাউটার মোঃ মাসুদুল হাসান কালাম পিএস, স্কাউটার মোঃ রফিকুল ইসলাম রতন পিএস, স্কাউটার মোঃ খালেকুজ্জামান, স্কাউটার সবিতা পারভিন সিএএলটি প্রমুখ। কোর্সটি ব্যবস্থাপনায় সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন জামালপুর জেলা রোভারের কমিশনার স্কাউটার কমল কান্তি গোপ এএলটি। বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর জেলার সহকারী পরিচালক মোঃ আকতার হোসেন এএলটি কোর্সটি পরিদর্শন করেন।

■ **খবর প্রেরক:** মোঃ আকতার হোসেন
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, জামালপুর

পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার গ্রুপের দীক্ষা

৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে পাবনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠান এর আয়োজন করা হয়। বিগত বছর গুলোর ন্যায় এবারেও বেশ জাঁকজমক পূর্ণভাবে দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারের দীক্ষা গ্রহন অনুষ্ঠানে ৫৬ জন সহচর দীক্ষা নেয়। এই ৫৬ জন রোভার দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে ৬ মাস নিয়মিত ক্রু মিটিং এ অংশগ্রহণ করে, লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে, মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং চূড়ান্ত বাছায়ে উত্তীর্ণ হয়। নবাগত ১৭০ জন ফরম দাখিল করে রোভার সহচর হিসাবে। সেই ১৭০ জন থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শেষে ৫৬ জন রোভর দীক্ষা গ্রহণের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনয়ন পায়। দীক্ষা গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন প্রকৌশলী মোঃ মাকসুদুর রহমান, অধ্যক্ষ, পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন মোঃ আতিকুর রহমান, একাডেমিক ইনচার্জ; মোঃ বেলাল হোসেন, সম্পাদক, পাবনা জেলা রোভার; মোঃ আশরাফ আলী, কমিশনার, পাবনা জেলা রোভার। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন ড. মো মসিউর রহমান, সম্পাদক, পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রোভার স্কাউট গ্রুপ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এরআরএসএল, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানগণ ও শিক্ষক কর্মকর্তাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দীক্ষা পাঠ করান ড. মো মসিউর রহমান, গ্রুপ সম্পাদক ও মোঃ আহাদ আলী, আর এস এল। দীক্ষা গ্রহনের পূর্বে প্রতিটি সহচর হাইকিং এবং ভিজিল সম্পন্ন করে। দীক্ষা পাঠ শেষে সন্ধায় তাবু জলসার আয়োজন করা হয়। তাঁবু জলসার নব দীক্ষা প্রাপ্ত সদস্য, প্রশিক্ষণ এবং সেবা স্তরের রোভাররা বিভিন্ন পরিবেশনা পরিবেশন করে। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন রোভাররা যে দীক্ষা গ্রহণ করল সেই শপথ বা দীক্ষায় সকলে উজ্জীবিত হবে।

■ খবর প্রেরক: মোঃ শরিফুল ইসলাম
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, পাবনা

বগুড়া জেলায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়া জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ২০-২৪ ডিসেম্বর পাঁচদিনব্যাপী পঞ্চম জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প ২০১৬ শুরু। সন্ধ্যা ৬টায় বগুড়ার গোদাপাড়াস্থ জাহিদুর রহমান মহিলা কলেজে পাঁচদিনব্যাপী এই কোর্সের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি বগুড়া জেলা রোভারের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক আশরাফ উদ্দিন।এ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন জাহিদুর রহমান মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মাহবুব আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের কমিশনার অধ্যক্ষ কেবিএম মুসা, রোভার অঞ্চলের এল টি প্রফেসর সন্তোষ কুমার চৌধুরী, অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জেলা রোভারের সম্পাদক সহযোগী অধ্যাপক আব্দুস ছামাদ। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন উডব্যাজার সহযোগী অধ্যাপক আব্দুর রহমান, অধ্যক্ষ মোকাব্বের হোসেন, অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান, অধ্যক্ষ শাহ আলম, জহিরুল ইসলাম, পরিমল কুমার চক্রবর্তী, সৈকত হোসেন, জিল্লুর রহমান, রোকনুল আলম, সাবেক এসআরএম রাশেদুজ্জামান, আনোয়ার হোসেন, মেহেদী হাসান শুভ, আরএসএল গাজিউল ইসলাম, জান্নাতুল ফেরদৌস, আয়েশা সিদ্দিকা, জেলা সিনিয়র রোভার মেট ও অগ্রদূত সংবাদদাতা সিজুল ইসলাম, এসআরএম রুবেল সরকার, জাহাঙ্গীর আলম, রাখি খাতুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আরএসএল হারুন-অর রশিদ।

■ খবর প্রেরক: এসআরএম সিজুল ইসলাম
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, বগুড়া

বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষা

সরকারি বিএল কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ খুলনা এর আয়োজনে বার্ষিক তাঁবুবাস ও দীক্ষানুষ্ঠান-১৬ সম্পন্ন হয়েছে।

৮ থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত এই তাঁবুবাস ও দীক্ষানুষ্ঠান-এ কলেজের সহচর রোভার এবং অন্যান্য রোভার অংশগ্রহণ করেন। ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় উপস্থিতি, ১০:৩০ মিনিট এ দল বন্টন এবং ১০:৪৫ মিনিট-এ পতাকা উত্তোলন এর মাধ্যমে দীক্ষানুষ্ঠান এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রোভার নেতা জনাব মোঃ শেখ শামিনুর রহমান। ১৮ জন সহচরকে ৩টি উপদলে (বিশ্বাসী, বন্ধু ও বিনয়ী) বিভক্ত করা হয়। বেলা ১১টায় রোভার নেতা জনাব সমীর কুমার বিশ্বাস এর নেতৃত্বে কলেজ ক্যাম্পাস, রোভার ডেন এবং শহিদ মিনার-স্মৃতিসৌধ সংলগ্ন এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়। বিকালে পঞ্চইন্দ্রিয়ের খেলায় রোভারবৃন্দ অংশগ্রহণ শেষে পতাকা নামানো হয়। সন্ধ্যায় স্কাউটস ওন এবং রাতে খাবার এর পর ১ম দিনের কার্যক্রম সমাপ্তি ঘটে। ক্যাম্প এর ২য় দিন সকালে বিপি পিটি, তাঁবু পরিদর্শন, পতাকা উত্তোলন, হাইকিং, হাইক রিপোর্ট পেশ এবং সন্ধ্যায় মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠিত হয়। মহা তাঁবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কলেজ শিক্ষক পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শরীফ আতিকুজ্জামান, বিশেষ অতিথি ছিলেন রোভার অঞ্চল এর সম্মানিত ডি আর সি জনাব আলহাজ্ব শিকদার রুহুল আমীন, মহেশ্বর পাশা মহাবিদ্যালয় এর উপাধ্যক্ষ। মহা তাঁবু জলসা অনুষ্ঠান এর সভাপতি হিসেবে ছিলেন সরকারি বিএল কলেজ এর রোভার নেতা জনাব মোঃ শেখ শামিনুর রহমান (উডব্যাজার)। রাতে সহচর রোভার দের ভিজিল এর মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করানো হয়। ১০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় দীক্ষা মহড়া এবং ১১টায় সহচরদের দীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সরকারি বিএল কলেজ এর অধ্যক্ষ এবং বিএল কলেজ রোভার গ্রুপ এর সম্মানিত সভাপতি জনাব প্রফেসর গুলশান আরা বেগম। নবাগত সহচর রোভারদের দীক্ষা প্রদান করেন গ্রুপ সম্পাদক জনাব সামছুর রহমান, রোভার নেতা জনাব মোঃ শেখ শামিনুর রহমান, রোভার নেতা জনাব সমীর কুমার বিশ্বাস ও গার্ল-ইন-রোভার নেতা জনাব সৌদিয়া ফেরদৌস। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক খুলনা বিভাগীয় সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি মোঃ এনামুল কবির মামুন আরও উপস্থিত ছিলেন কলেজ এর সকল রোভার ও গার্ল-ইন-রোভার।

■ খবর প্রেরক: এসআরএম সিজুল ইসলাম
অগ্রদূত জেলা সংবাদদাতা, খুলনা

আঞ্চলিক ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জনসংযোগ ও মার্কেটিং বিভাগের সহায়তায় বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে আঞ্চলিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে "ইমেজ ব্রান্ডিং ও মার্কেটিং" বিষয়ক একটি ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা হতে ৮২ জন লিডার অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপে ইমেজ অ্যান্ড ব্রান্ডিং, স্কাউটিং গ্রোথ, স্কাউটিং এর গ্রোথ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, স্কাউটিংয়ের গুনগত মানবৃদ্ধির কৌশল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। জনসংযোগ কি?, কাদের সঙ্গে যোগাযোগ,কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যম বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস । ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া, ট্রাডিশনাল মিডিয়া চ্যানেল, স্কাউটিং কার্যক্রমে ট্রাডিশনাল মিডিয়া ও নন ট্রাডিশনাল মিডিয়া কিভাবে ব্যবহার করা যায় এ সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব মোঃ মশিউর রহমান, উপ পরিচালক (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। এর গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে অঞ্চল, জেলা, উপজেলা ও গ্রুপ কিভাবে বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে স্কাউটিংয়ের ইমেজ আরো বৃদ্ধি করতে পারে এ বিষয়ে সুপারিশ করে।

সকাল ১০টায় ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব সালেহ আহম্মদ, আঞ্চলিক উপ কমিশনার(জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন প্রফেসর মোঃ আবুল কালাম আজাদ, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার, জাতীয় কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস। স্বাগত বক্তব্য দেন জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল ও অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(রাজস্ব), রাজশাহী বিভাগ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন জনাব আমিমুল এহসান খান পারভেজ, জাতীয় উপ কমিশনার (জনসংযোগ ও মার্কেটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব স্বপন কুমার দাস, উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল।

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

রোহিত শর্মা

চন্দ্রনাথ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাব স্কাউট দল

মোঃ বাইয়েজিদ

ডাঃ রিমা প্রি-ক্যাডেট স্কুল এন্ড কলেজ

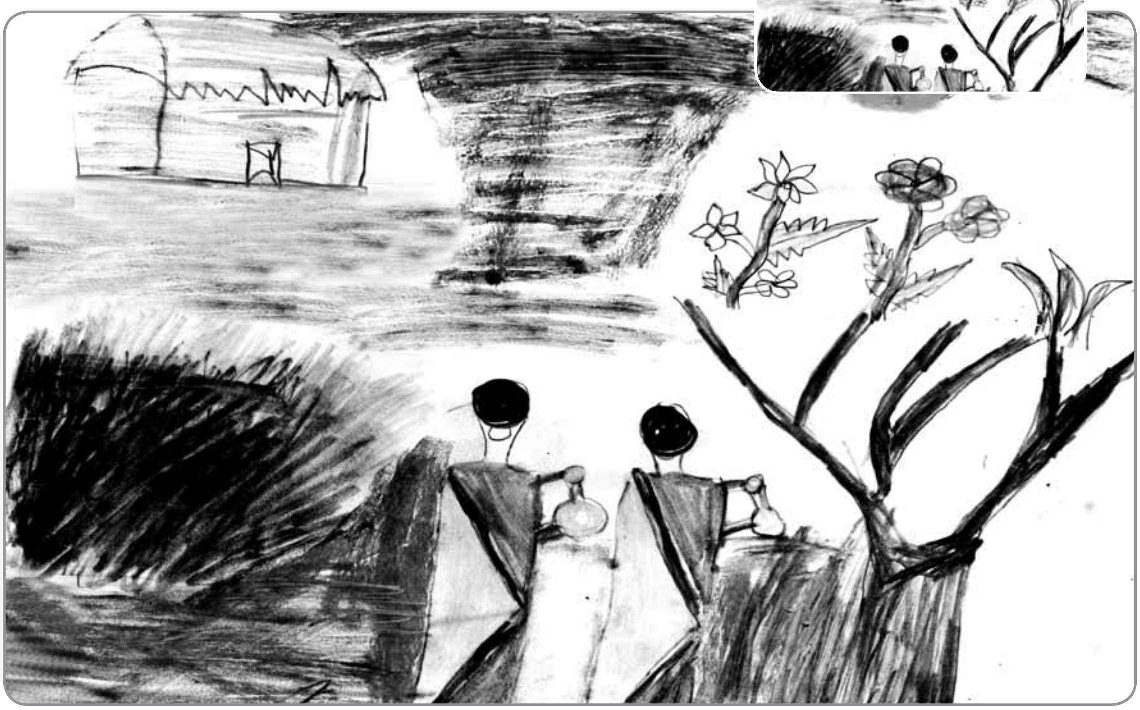

Dependable Power - Delighted Customer

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. (ডিপিডিসি)

বিদ্যুৎ ভবন, ১ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০।

সময়মত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করুন

- বিদ্যুৎ একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জাতীয় সম্পদ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সীমিত এই সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার একান্ত বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে আপনি ব্যবস্থা নিন এবং অপরকেও উদ্বুদ্ধ করুন।

- বিদ্যুৎ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হউন। আপনার বাসগৃহ অথবা কার্যালয়ে যত কম পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে চলে ঠিক ততটুকুই ব্যবহার করুন। এতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, আপনার বিদ্যুৎ বিল কম আসবে এবং সাশ্রয়কৃত বিদ্যুৎ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে।

- আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান দু'শিফটে পরিচালিত হলে লোড-শেডিং পরিহারের জন্য পিক-আওয়ার (সন্ধ্যা ৫.০০ টা হতে রাত ১১.০০ টা পর্যন্ত) এর আগে বা পরে কাজের সময় নির্ধারণ করুন। আপনার কার্যালয়ে অথবা বাসগৃহে পানির পাম্প, ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, ড্রায়ারসহ অন্যান্য গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি পিক আওয়ারে ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- আধুনিক প্রযুক্তির "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" কম বিদ্যুৎ দিয়ে চলে। এ ধরনের লাইট ও মোটরে বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম হয় বলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয় এবং বিদ্যুৎ বিল কম হয়, সুতরাং আজ থেকেই "এনার্জি এফিশিয়েন্ট লাইট ও মোটর" ব্যবহার করুন।

- আপনার বাসগৃহ ও কার্যালয়ে অনুমোদিত লোড অনুযায়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন। অনুমোদিত লোডের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহার করলে বিতরণ ব্যবস্থায় কারিগরী সমস্যার সৃষ্টি হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। অতএব, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পেতে হলে অননুমোদিত লোড ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

- অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণকারীরা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ফলে বিদ্যুতের ঘাটতি দেখা দেয় এবং আপনি বৈধ বিদ্যুৎ গ্রাহক হয়েও চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হন। আসুন, আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলি।

- ডিপিডিসি এলাকায় অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বা অন্য যে কোন বিষয়ে আপনার কোন অভিযোগ থাকলে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কমপ্লেইন সেল, কোম্পানী সচিবালয়, ডিপিডিসি বরাবরে অবহিত করুন। প্রয়োজনে আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে।

- ডিপিডিসি সর্বদা গ্রাহক সেবায় নিয়োজিত।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot, Bangladesh Scouts, 60th Year, 12th Issue, December-2016

ISO 9001 : 2000
CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ
POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Md. Toufiq Ali, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director in-Charge on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578